Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -১৬

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨٢﴾ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ

যাকা-তাওঁ ওয়া আকরাবা রুহ্‌মা- । ৮২ । ওয়া আম্মাল্ জ্বিদারু ফাকা-না লিগুলা-মাইনি ইয়াতীমাইনি ফিল্ মাদীনাতি
চেয়ে কল্যাণ কামিতায়, পবিত্রতায় ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর ।' (৮২) 'আর ঐ প্রাচীরটি ছিল মূলতঃ নগরের দুজন পিতৃহীন

وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا

ওয়া কা-না তাহ্‌তাহূ কান্‌যুল্‌লাহুমা- ওয়া কা-না আবূহুমা- স্বা-লিহা-, ফাআরা-দা রাব্বুকা আইঁ ইয়াব্‌লুগা~আশুদ্দাহুমা-
কিশোরের, এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল নেককার । তাই আপনার প্রভু দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন,

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ۗ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ

ওয়া ইয়াস্তাখ্‌রিজ্বা- কানযাহুমা- রাহ্‌মাতাম্‌মির্‌রাব্‌বিক, ওয়া মা- ফা'আল্‌তুহূ 'আন্ আমরী; যা-লিকা তা'ওয়ীলু
তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক । আমি নিজ সিদ্ধান্তে এসব কিছু করিনি ; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ

مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٣﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۗ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ ১০ ع ১২ ১ রুকূ

মা- লাম্ তাস্তাত্বি' 'আলাইহি স্বাব্‌রা- । ৮৩ । ওয়া ইয়াস্‌আলূনাকা 'আন্ যিল্‌ক্বারনাইন; কুল্ সাআত্‌লূ 'আলাইকুম্
করতে পারেন নি এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা ।' (৮৩) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে জুলকারনাইন সম্পর্কে । বলুন, আমি তোমাদের নিকট তার বিষয়ে অচিরেই

مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٤﴾ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ فَاَتْبَعَ

মিন্‌হু যিক্‌রা- । ৮৪ । ইন্না- মাক্কান্না- লাহূ ফিল্ আরদ্বি ওয়া আ-তাইনা-হু মিন্ কুল্লি শাইইন সাবাবা- । ৮৫ । ফাআত্‌বা'আ
কিছু বর্ণনা করব ।' (৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের যথেষ্ট উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম । (৮৫) তাই তিনি একটি উপায়

سَبَبًا ﴿٨٦﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ

সাবাবা- । ৮৬ । হাত্তা- ইযা- বালাগা মাগ্‌রিবাশ্ শামসি ওয়া জ্বাদাহা- তাগ্‌রুবু ফী 'আইনিন্ হামিয়াতিওঁ ওয়া ওয়াজ্বাদা
অবলম্বন করলেন । (৮৬) চলতে চলতে যখন তিনি সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন, তখন তিনি সূর্যকে এক কালো জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং সেখানে এক

عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا

'ইন্‌দাহা- ক্বাওমা-; কুল্‌না- ইয়া- যা-ল্‌ক্বারনাইনি ইম্মা~আন্ তু'আযযিবা ওয়া ইম্মা~আন্ তাত্তাখিযা ফীহিম্ হুস্‌না ।
সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন । আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন ! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন বা তাদেরকে সদ্ভাবে গ্রহণও করতে পারেন ।'

﴿٨٧﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ○

৮৭ । ক্বা-লা আম্মা- মান্ যালামা ফাসাওফা নু'আযযিবুহু ছুম্মা ইউরাদ্দু ইলা- রাব্‌বিহী ফাইউ'আযযিবুহূ 'আযা- বান্নুক্‌রা- ।
(৮৭) তিনি বললেন, 'যে জুলুম করবে, আমি তাকে শাস্তি দেব, অতঃপর সে তার রবের নিকট ফিরে যাবে, তখন তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন ।'

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৩) ঃ ذي القرنين - (যিলকারনাইন) তিনি পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্তের বাদশাহ ছিলেন । একারণেই তাঁকে যিল্ ক্বারনাইন বলা হয় । অথবা এ কারণে তাঁকে এ নামে অভিহিত করা হয় যে, তিনি পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন । অথবা, তার শাসনামল ছিল দু'যুগ, একারণে এ নামে তাকে অভিহিত করা হয়েছে । অথবা তাঁর মাথায় দু'টি চুলের খোঁপা ছিল । (যেহেতু قرن -এর এক অর্থ খোঁপা) এজন্য তাঁকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে । প্রসিদ্ধ কথা হল, ইনি হচ্ছেন সিকান্দার রুমী এবং তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । (তাঃ কাদেরী)

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۚ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا

৮৮। ওয়া আম্মা— মান্ আ-মানা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহ্বান্ ফালাহূ জ্বাযা— আনিল্ হুস্না-, ওয়াসানাকূলু লাহূ মিন্ আম্‌রিনা

(৮৮) 'তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ রয়েছে কল্যাণ এবং আমি তাকে তার কর্ম বিষয়ে সহজ নির্দেশ দান

يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ

ইউস্‌রা-। ৮৯। ছুম্মা আত্‌বা'আ সাবাবা-। ৯০। হ্বাত্তা~ইযা- বালাগা মাত্বলি'আশ্‌শাম্‌সি ওয়াজ্বাদাহা- তাত্বলু'উ 'আলা ক্বওমিল

করব।' (৮৯) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন, (৯০) চলতে চলতে যখন সূর্যের উদয়চালে পৌঁছলেন, তখন তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন,

لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

লাম্ নাজ্‌'আল্‌লাহুম্ মিন দূনিহা- সিতরা-। ৯১। কাযা-লিক; ওয়া ক্বাদ্ আহ্বাত্বনা- বিমা- লাদাইহি খুব্‌রা-।

যাদেরকে সূর্য-তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপকরণ আমি দেইনি। (৯১) প্রকৃত ঘটনা এমনিই, আর যুলকারনাইনের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমি সম্যক অবগত আছি।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا ۙ

৯২। ছুম্মা আত্‌বা'আ সাবাবা-। ৯৩। হ্বাত্তা~ইযা-বালাগা বাইনাস্ সাদ্দাইনি ওয়াজ্বাদা মিন্ দূনিহিমা- ক্বাওমাল

(৯২) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন, (৯৩) চলতে চলতে যখন পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন, তখন সেখানে তিনি এমন এক সম্প্রদায়কে

لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

লা-ইয়াকা-দূনা ইয়াফক্বাহূনা ক্বাওলা- ৯৪। ক্বা-লূ ইয়া- যাল্‌ক্বারনাইনি ইন্না ইয়া'জূজ্বা ওয়া মা'জূজ্বা

পেলেন, যারা তার কথা মোটেই বুঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

মুফ্‌সিদূনা ফিল্ আরদ্বি ফাহাল্ নাজ্‌'আলু লাকা খারজ্বান্ 'আলা~আন্ তাজ্‌'আলা বাইনানা- ওয়া বাইনাহুম্

করছে। সুতরাং আমরা কি আপনার জন্য এই শর্তে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর নির্মাণ করে

سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ

সাদ্দা-। ৯৫। ক্বা-লা মা- মাক্কান্নী ফীহি রাব্‌বী খাইরুন্ ফাআ'ঈনূনী বিক্বুওওয়াতিন্ আজ্‌'আল্ বাইনাকুম

দেবেন? (৯৫) তিনি বললেন, আমার প্রভু আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট; তাই তোমরা আমাকে তোমাদের শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। আমি তোমাদের এবং

وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ

ওয়া বাইনাহুম রাদ্‌মা-। ৯৬। আ-তূনী যুবারাল্ হাদীদ; হ্বাত্তা~ইযা- সা-ওয়া- বাইনাস্‌স্বাদাফাইনি

তাদের মাঝে এক শক্ত প্রাচীর নির্মাণ করে দেব।' (৯৬) 'তোমরা আমাকে লোহার পাতসমূহ এনে দাও। অতঃপর যখন পর্বতের মধ্যবর্তী খালি জায়গাটুকু পূর্ণ হয়ে

○ টীকা (আঃ ৯৪) ঃ ইয়াজুজ মাজুজ হচ্ছে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সেই জাতিগুলো, যারা প্রাচীনকাল থেকে সভ্য দেশগুলোর উপর ধ্বংসাত্মক বর্বর হামলা চালিয়ে এসেছে এবং মাঝে মাঝে প্লাবনের মত উত্থিত হয়ে এশিয়া ও ইউরোপ উভয় দিকেই মোড় নিতে থাকে। হিযকিয়েলের কিতাবে (৩৮-৩৯ অধ্যায়) রুশ ও তোবল (বর্তমান তোবলস্ক) এবং মসককে (বর্তমানে মস্কো) এদের এলাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসিফুস ইয়াজুজ মাজুজ অর্থে সিথিয়ান কওম বুঝেছেন। যাদের এলাকা ছিল কৃষ্ণসাগরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। জিরুমের বর্ণনা মতে মাজুজ ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের নিকট বসবাস করতো।

قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ؕ

ক্বা-লান্‌ ফুখু; হাত্তা~ইযা-জ্বা'আলাহূ না-রান্‌ ক্বা-লা আতূনী~উফরিগ্‌ 'আলাইহি ক্বিত্বরা-।
গেল, তখন তিনি বললেন, এতে তোমরা ফুক দিতে থাক।' তা উত্তপ্ত হতেই তিনি বললেন, 'তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস। আমি তা এর ওপর ঢেলে দেই।'

﴿٩٧﴾ فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٨﴾ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ

৯৭। ফামাসৃত্বা-'উ~আইঁ ইয়াম্বহারূহু ওয়া মাস্‌ তাত্বা'উ- লাহূ নাক্ববা-। ৯৮। ক্বা-লা হা-যা- রাহ্‌মাতুম্‌
(৯৭) তারা এর উপর আরোহণ করতে পারল না, এবং তা ভেদ করতেও পারল না। (৯৮) তিনি বললেন, 'এ আমার প্রতিপালকের

مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ؕ

মির্‌ রাব্‌বী, ফাইযা- জ্বা— আ ওয়া'দু রাব্‌বী জ্বা'আলাহূ দাক্কা— আ, ওয়াকা-না ওয়া'দু রাব্‌বী হাক্ব্ক্বা-।
অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার ওয়াদা পূর্ণ হবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার ওয়াদা সত্য।'

﴿٩٩﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ

৯৯। ওয়া তারাক্‌না- আ'দ্বাহুম্‌ ইয়াওমাইযিই ইয়ামূজু ফী বা'দ্বিওঁ ওয়া নুফিখা ফী স্বূ্ব্‌রি ফাজ্বামা'না-হুম
(৯৯) যেদিন আমি তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গাকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন আমি তাদের সকলকেই একত্রিত

جَمْعًا ﴿١٠٠﴾ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠١﴾ ۨالَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ

জ্বাম্‌'আওঁ ১০০। ওয়া 'আরাদ্বনা- জ্বাহান্নামা ইয়াওমাইযিল লিল্‌ কা-ফিরীনা 'আরদ্বা- ১০১। নিল্লাযীনা কা-নাত আ'ইউনুহুম্‌
করব। (১০০) সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব কাফেরদের সামনে– (১০১) যাদের চক্ষুর

فِىْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِىْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠٢﴾ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ ১১ ১৯ ২ রুকূ

ফী গিত্বা—ইন্‌ 'আন্‌ যিকরী ওয়া কা-নূ লা- ইয়াস্তাত্বী'উনা সাম্‌'আ। ১০২। আফাহাসিবাল্‌লাযীনা
উপর আমার স্মরনের ব্যাপারে আবরণ পড়েছিল এবং যারা শুনতেও অপারগ ছিল। (১০২) কাফেররা কি মনে করে,

كَفَرُوْۤا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْۤ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

কাফারু~আইঁ ইয়াত্তাখিযূ 'ইবা-দী মিন্‌দূনী- আওলিয়া— আ; ইন্না~আ'তাদনা- জ্বাহান্নামা
তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি কাফেরদের

لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٣﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٤﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ

লিল্‌ কা-ফিরীনা নুযুলা-। ১০৩। কুল হাল্‌ নুনাব্‌বিউকুম্‌ বিল্‌ আখ্‌সারীনা আ'মা-লা-। ১০৪। আল্লাযীনা দ্বাল্লা সা'ইউহুম
অভ্যর্থনার জন্য। (১০৩) বলুন, 'তোমাদেরকে কি তাদের সংবাদ দেব যারা কর্মে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত? (১০৪) তারাই সেই লোক,

০ টীকা (আঃ ৯৮) ঃ জুল্‌কারনাইনের প্রতি আল্লাহর এই অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁকে প্রাচীর তৈরী করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, আর লোকদের প্রতি আল্লাহর এই অনুগ্রহ ছিল যে, ইয়াজুজ মাজুজের জুলুম হতে তাদের আশ্রয় মিলে ছিল।

০ টীকা (আঃ ৯৯) ঃ মর্ম এই যে, বর্তমান সময়ে 'জুলকারনাইনের প্রাচীর আমাদের মত এদিকের বাসিন্দাগণের ইয়াজুজ মাজুজ কওমের মধ্যস্থলে আড় হয়ে রয়েছে কিন্তু কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে ইয়াজুজ-মা-জুজ ঐ প্রাচীরকে ভেঙ্গে এদিকের বাসিন্দাগণের প্রতি আক্রমণ চালাবে, ফলে সমস্তই বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে।

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۞ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

ফিল হ্বায়া-তিদদুন্ইয়া- ওয়াহুম্ ইয়াহ্বসাবূনা আন্নাহুম ইউহ্সিনূনা- স্বুন'আ-। ১০৫। উলা—ইকাল্লাযীনা
পার্থিব জীবনে যাদের সকল প্রচেষ্টা পন্ড হয়ে যায়,– অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (১০৫) 'এরাই অস্বীকার করে

كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

কাফারূ বিআ-য়া-তি রাব্বিহিম ওয়া লিক্বা—ইহী ফাহ্বাবিত্বাত্ আ'মা-লুহুম্ ফালা- নুক্বীমু লাহুম ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি
তাদের রবের আয়াতকে ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে, ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তাই কিয়ামতের দিন আমি তাদের আমলের কোন তাৎপর্য স্থির

وَزْنًا ۞ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا

ওয়ায্না। ১০৬। যা-লিকা জ্বাযা— উহুম জ্বাহান্নামু বিমা- কাফারূ ওয়াত্তাখাযূ~আ-ইয়া-তী ওয়া রুসুলী হুযুওয়া-।
করব না। (১০৬) জাহান্নামই তাদের প্রতিফল তাদের কুফরীর বিনিময়ে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছে বলে।

۞ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

১০৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বাতি কা-নাত্ লাহুম্ জ্বান্না-তুল ফিরদাওসি নুযুলা-।
(১০৭) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস।

۞ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۞ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا

১০৮। খা-লিদীনা ফীহা- লা- ইয়াব্গূনা 'আন্হা- হ্বিওয়ালা-। ১০৯। কুল্ লাও কা-নাল্ বাহ্রু মিদা-দাল
(১০৮) সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে ; এর পরিবর্তে অন্য কোন স্থান চাইবে না। (১০৯) বলুন, 'আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার

لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ

লিকালিমা-তি রাব্বী লানাফিদাল্ বাহ্রু ক্বাব্লা আন্ তান্ফাদা কালিমা-তু রাব্বী ওয়ালাও জ্বি'না- বিমিছ্লিহী
জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায়, তবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে– এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র

مَدَدًا ۞ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ

মাদাদা-। ১১০। কুল্ ইন্নামা~আনা বাশারুম মিছ্লুকুম ইউহা~ইলাইয়্যা আন্নামা~ইলা-হুকুম ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদ্' ফামান্
আনলেও।' (১১০) বলুন, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র

كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۞

কা-না ইয়ারজূ লিক্বা— আ রাব্বিহী ফাল্ ইয়া'মাল্ 'আমালান্ স্বা-লিহ্বাওঁ ওয়ালা- ইউশরিক বি'ইবা-দাতি রাব্বিহী~আহ্বাদা-।
ইলাহ্। তাই যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার রবের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০৭) ঃ جنت الفردوس - (জান্নাতুল ফেরদাউস) জান্নাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যখনই তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য দোয়া করবে তখনই 'ফেরদাউস' পাওয়ার জন্য দোয়া কর। কেননা, এটি জান্নাতের শ্রেষ্ঠতম অংশ এবং সেখান থেকেই নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।' (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ১০৯) ঃ সূরার প্রথমে বলা হয়েছে, তোমাদের জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র ও সসীম। শেষাংশে বলা হচ্ছে আল্লাহর জ্ঞান ও হেকমত অসীম, অনন্ত। তোমাদের জ্ঞানোপযোগী বিষয় যা আল্লাহ বর্ণনা করে থাকেন, তা আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় সমুদ্রের বারি বিন্দুরতও নয়। যদি কোনও সমুদ্রের সম্পূর্ণ পানি কালি হয়ে যায় এবং আল্লাহর জ্ঞান ও মহিমা লিপিবদ্ধ হতে থাকে, এমনকি যাবতীয় সমুদ্র ও তার সাথে মিলে যায়, তবুও সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু জ্ঞান ও মহিমা বর্ণনা শেষ হবে না। কেননা, সমুদ্রের পানি যতই অধিক হোক না কেন তা সীমাবদ্ধ অথচ আল্লাহর জ্ঞান অসীম। (বঃ কোঃ)

সূরা মারইয়াম
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৯৮
রুকূ ঃ ৬

كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً

১। কা— ফ্ হা- ইয়া- 'আই— ন্ স্বা—দ্। ২। যিক্রু রাহ্মাতি রাব্বিকা 'আবদাহূ যাকারিয়্যা-। ৩। ইয্ না-দা- রাব্বাহূ নিদা—আন্
(১) কাফ্-হা- ইয়া-'আঈন ছোয়াদ। (২) এটা আপনার প্রভুর অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, (৩) যখন তিনি তার রবকে

خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ

খাফিয়্যা-। ৪। ক্বা-লা রাব্বি ইন্নী ওয়াহানাল্ 'আযমু মিন্নী ওয়াশ্ তা'আলার রা'সু শাইবাওঁ ওয়া লাম্ আকুম্
নির্জনে ডেকেছিলেন, (৪) তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব! আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে, বার্ধক্যে আমার মাথা সাদা হয়ে গেছে।

بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ

বিদু'আ— ইকা রাব্বি শাক্বিয়্যা-। ৫। ওয়া ইন্নী খিফ্তুল্ মাওয়া-লিয়া মিওঁ ওয়ারা— ই ওয়া কা-নাতিম রাআতী
হে আমার রব! আপনাকে ডেকে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।' (৫) আমি আশংকা করছি আমার পর আমার স্বগোত্রকে। আর আমার স্ত্রী

عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ

'আ-ক্বিরান্ ফাহাব্লী মিল্লাদুন্কা ওয়ালিয়্যা- ৬। ইয়ারিছুনী ওয়া ইয়ারিছু মিন আ-লি ইয়া'ক্বুব ওয়াজ্'আল্হু
বন্ধ্যা, তাই আপনার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তরাধিকার দান করুন, (৬) যে আমার এবং ইয়াকুবের বংশের উত্তরসূরী হবে। হে আমার

رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ

রাব্বি রাদ্বিয়্যা-। ৭। ইয়া- যাকারিয়্যা~ইন্না— নুবাশ্শিরুকা বিগুলা-মিনিস্মুহূ ইয়াহ্ইয়া-; লাম্ নাজ্'আল্লাহূ মিন্ ক্বাব্লু
রব! তাকে আপনার সন্তোষভাজন করুন।' (৭) হে যাকারিয়া! আমি আপনাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। পূর্বে আমি কারও জন্য এই

سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ

সামিয়্যা-। ৮। ক্বা-লা রাব্বি আন্না- ইয়াকূনু লী গুলা-মুওঁ ওয়া কা-নাতিম্ রাআতী 'আ-ক্বিরাওঁ ওয়া ক্বাদ্ বালাগ্তু
নামকরণ করিনি।' (৮) তিনি বললেন, ' হে আমার রব! কেমন করে আমার পুত্র হবে– যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের

مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ

মিনাল্ কিবারি 'ইতিয়্যা। ৯। ক্বা-লা কাযা-লিকা- ক্বা-লা রাব্বুকা হুওয়া 'আলাইয়্যা হাইয়্যিনুওঁ ওয়া ক্বাদ্ খালাক্বাতুকা মিন্
শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি ?' (৯) তিনি বললেন, 'এভাবেই হবে।' আপনার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ; আমি তো আপনাকে সৃষ্টি করেছি যখন

সূরা মারইয়ামের শানে নুযূল ঃ হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী এবং তার সাথীদের সামনে যখন হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা) সূরা মারইয়ামের প্রথমাংশ পাঠ করে শুনালেন, তখন তাদের দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গেল এবং নাজ্জাশী বললেন, এ কুরআন এবং হযরত ঈসা (আ) যা নিয়ে এসেছেন এ উভয়ই একই নূরের রশ্মি। (ফতহুল কাদির) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫) ঃ وانى خفت - (আমি আশংকা করি) অর্থাৎ– ভাই, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সঠিক (সত্য) পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার এবং তাদের থেকে দ্বীনের খেদমত না হওয়ার আশংকা করা। ✪ টীকা (আঃ ৭) ঃ অর্থাৎ, তোমার প্রার্থিত জ্ঞান ও কর্মশক্তি তো তাকে অবশ্যই দেয়া হবে। এতদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার ভয়যুক্ত বিশেষ শ্রেণীর আন্তরিক কোমলতা ইত্যাদিরূপ কোন কোন বিশেষ গুণাবলীতেও তাকে ভূষিত করা হবে। যা অপর কাকেও দান করা হয় নি। (বঃ কোঃ)

قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿١٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ

ক্বাব্‌লু ওয়া লাম্ তাকু শাইআ- । ১০ । ক্বা-লা রাব্বিজ্‌'আল্‌লী- আ-ইয়াহ; ক্বালা আ-ইয়াতুকা আল্লা- তুকাল্লিমান্নানা-সা

আপনি কিছুই ছিলেন না।' (১০) তিনি বললেন, 'হে আমার রব ! আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারণ করে দিন।' তিনি বললেন, 'আপনার নিদর্শন হল আপনি

ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١١﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ

ছালা-ছা লায়া-লিন সাওয়িয়্যা- । ১১ । ফাখারাজা 'আলা- ক্বাওমিহী মিনাল্ মিহ্‌রা-বি ফাআওহা~ইলাইহিম আন্

সুস্থাবস্থায় কোন মানুষের সাথে তিনরাত কথা বলবেন না।' (১১) অতঃপর তিনি কক্ষ থেকে বেরিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এসে ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল- সন্ধ্যায়

سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿١٢﴾ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

সাব্বিহূ বুক্‌রাতাওঁ ওয়া 'আশিয়্যা- । ১২ । ইয়া- ইয়াহ্‌ইয়া- খুযিল্ কিতা-বা বিক্বুওওয়াহ; ওয়া আ-তাইনা-হুল্ হুক্‌মা স্বাবিয়্যাওঁ

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে বললেন। (১২) 'হে ইয়াহ্‌ইয়া! এ কিতাব দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করুন।' আমি তাকে শৈশবেই দিয়েছিলাম জ্ঞান,

﴿١٣﴾ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٤﴾ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

১৩। ওয়া হ্বানা-নাম্‌মিল লাদুন্না- ওয়া যাকা-হ্; ওয়া কা-না তাক্বীয়্যাওঁ ১৪। ওয়া বাররাম্ বিওয়া-লিদাইহি ওয়ালাম্ ইয়াকুন্ জ্বাব্বারান্ 'আস্বীয়্যা-।

(১৩) এবং আমার পক্ষ থেকে কোমলতা ও পবিত্রতা দিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন তাকওয়া অবলম্বনকারী। (১৪) তিনি পিতামাতার অনুগত ছিলেন এবং তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না।

﴿١٥﴾ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٦﴾ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ

১৫। ওয়া সালা-মুন 'আলাইহি ইয়াওমা ওলিদা ওয়া ইয়াওমা ইয়ামূতু ওয়া ইয়াওমা ইউব্‌'আছু হ্বাইয়্যা। ১৬। ওয়াযকুর্ ফিল্ কিতা-বি

(১৫) তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবেন এবং শান্তি থাকবে যেদিন তিনি পুনরুত্থিত হবে জীবিত অবস্থায়। (১৬) এ কিতাবে

مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٧﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۫

মারইয়াম। ইযিন্‌তাবাযাত্ মিন্ আহলিহা- মাকা-নান্ শারক্বিয়্যা- । ১৭ । ফাত্তাখাযাত্ মিন্ দূনিহিম হ্বিজ্বা-বা-

মরিয়মের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকে একস্থানে আশ্রয় নিয়েছিল, (১৭) অতঃপর তাদের থেকে সে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করল।

فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ

ফাআরসালনা~ইলাইহা- রূহানা- ফাতামাছছালা লাহা- বাশারান্ সাবিয়্যা-। ১৮। ক্বা-লাত্ ইন্নী আ'উযু বির্‌রাহ্‌মা-নি

অতঃপর আমি তার নিকট আমার ফেরেশতা জিব্রাইলকে পাঠালাম। তিনি তার নিকট মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। (১৮) মরিয়ম বলল, আমি তোমার কাছ থেকে

مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝

মিন্‌কা ইন্ কুন্‌তা তাক্বিয়্যা- । ১৯ । ক্বা-লা ইন্নামা~আনা রাসূলু রাব্বিক, লিআহাবা লাকি গুলা-মান্ যাকিয়্যা- ।

দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, 'যদি তুমি মুত্তাকী হও।' (১৯) তিনি বললেন,' আমি তো তোমার প্রভুর প্রেরিত রাসূল। যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যেতে পারি।'

০ টীকা (আঃ ১২) ঃ অর্থাৎ হে ইয়াহ্‌ইয়াহ্ তুমি ও তোমার উম্মত, তওরাতের উপর আমল করাকে অবশ্য কর্তব্য মনে করো। আর এটা এ জন্য যে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া নিজে শরিয়ত বিশিষ্ট ছিলেন না। অর্থাৎ, তাঁর নিজের কোন পৃথক শরিয়ত ছিল না। তাঁর আমল হযরত মূসার শরিয়তের উপর ছিল। ০ টীকা (আঃ ১৭) ঃ হযরত মারইয়ামকে তার মাতা বায়তুল মোকাদ্দাছের সেবার জন্য বিশেষ করে হযরত জাকারিয়াকে সঁপে দিয়েছিলেন। হযরত জাকারিয়া হযরত মারইয়ামের জন্য মসজিদের একদিকে একটি স্থান নির্দিষ্ট করালেন। এখানে সেই স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٠ قالت انى يكون لى غلم ولم يمسسنى بشر ولم اك بغيا ٢١ قال كذلك

২০। ক্বা-লাত্ আন্না- ইয়াকূনু লী গুলামুঁও ওয়া লাম ইয়াম্‌সাস্‌নী বাশারুঁও ওয়া-লাম আকু বাগিয়্যা-। ২১। ক্বা-লা কায়া-লিক,

(২০) মরিয়ম বলল, 'কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে, যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?' (২১) তিনি বললেন, 'এভাবেই হবে।'

قال ربك هو على هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا

ক্বা-লা রাব্‌বুকি হুওয়া 'আলাইয়্যা হাইয়্যিইন্ ওয়া লিনাজ্'আলাহূ~আ-য়াতাল্‌লিন্না-সি ওয়া রাহ্‌মাতাম্‌মিন্না, ওয়া ক্বা-না আমরাম মাক্বদ্বিয়্যা-।

তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ, এবং আমি তাকে করব মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার রহমত স্বরূপ। আর এ তো এক ফয়সালাকৃত বিষয়।'

٢٢ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٣ فاجاءها المخاض الى جذع النخلة

২২। ফাহ্বামালাত্‌হু ফান্‌তাবাযাত্ বিহী মাকা-নান্ ক্বাসিয়্যা-। ২৩। ফাআজ্বা~আহাল্ মাখাদ্বু ইলা- জ্বিয'ইন নাখ্‌লাহ;

(২২) অতঃপর সে তার গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং গর্ভসহ সে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। (২৩) অতঃপর প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর-বৃক্ষের নিচে

قالت يليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ٢٤ فنادىها من تحتها

ক্বা-লাত্ ইয়া- লাইতানী মিত্তু ক্বাব্‌লা হা-যা- ওয়া কুন্‌তু নাস্‌ইয়াম্‌মান্‌সিয়্যা-। ২৪। ফানা- দা-হা- মিন্ তাহ্বতিহা~

আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, 'হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম এবং মানুষের স্মরণ থেকে মুছে যেতাম।' (২৪) এরপর তার নিম্ন দিক থেকে

الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا ٢٥ وهزى اليك بجذع

আল্লা- তাহ্বযানী ক্বাদ্ জ্বা'আলা রাব্‌বুকি তাহ্বতাকি সারিয়্যা-। ২৫। ওয়া হুয্‌যী~ইলাইকি বিজ্বিয'ইন

ফেরেশ্‌তা তাকে ডাকলেন, 'তুমি দুঃখ করো না। আমার প্রভু' তোমার নীচ দিয়ে এক নহর প্রবহমান করে দেবেন। (২৫) 'তুমি নিজের দিকে

النخلة تسقط عليك رطبا جنيا ٢٦ فكلى واشربى وقرى عينا فاما ترين

নাখ্‌লাতি তুসা-ক্বিত্ব 'আলাইকি রুত্বাবান্ জ্বানিয়্যা-। ২৬। ফাকুলী ওয়াশ্‌রাবী ওয়া ক্বাররী 'আইনা; ফাইম্মা- তারায়িন্না

খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর তর তাজা খেজুর ঝড়ে পড়বে।' (২৬) অতঃপর আহার কর, পান কর ও চক্ষু শীতল কর।

من البشر احدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا

মিনাল্ বাশা-রি আহ্বাদান্ ফাকূলী~ইন্নী নাযার্‌তু লির্‌রাহ্বমা-নি স্বাওমান্ ফালান্ উকাল্লিমাল্ ইয়াওমা ইন্‌সিয়্যা-।

মানুষের মধ্যে কাউকেও দেখলে বলবে, 'আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। তাই আজ আমি কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।'

٢٧ فاتت به قومها تحمله قالوا يمريم لقد جئت شيئا فريا ٢٨ ياخت

২৭। ফাআতাত্ বিহী ক্বাওমাহা- তাহ্বমিলুহ; ক্বা-লূ ইয়া- মারইয়ামু লাক্বাদ জ্বি'তি শাইয়্যান ফারিয়্যা-। ২৮। ইয়া~উখ্‌তা

(২৭) অতঃপর সে তার সম্প্রদায়ের কাছে সন্তানকে নিয়ে হাজির হল। তারা বলল, 'হে মরিয়ম! তুমি তো এক সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটিয়েছ।' (২৮) 'হে

هرون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٩ فاشارت اليه

হা-রূনা মা- কা-না আবূকিমরাআ সাওয়িঁও ওয়া মা- কা-নাত্ উম্মুকি বাগিয়্যা-। ২৯। ফাআশা-রাত ইলাইহ;

হারুন- ভগিনী! তোমার পিতা তো অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিলেন না ব্যাভিচারিণী। (২৯) তখন মরিয়ম ইঙ্গিতে

قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٣٠﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ آتٰنِيَ

ক্বা-লূ কাইফা নুকাল্লিমু মান্ কা-না ফিল মাহদি স্বাবিয়্যা- । ৩০ । ক্বা-লা ইন্নী 'আব্দুল্লা-হ; আ-তা-নিয়াল্
সন্তানকে দেখাল। তারা বলল, 'যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কি উপায়ে কথা বলব?' (৩০) সন্তান তখন বলে উঠলেন, 'আমি নিশ্চয় এক আল্লাহ্র বান্দা।

الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣١﴾ وَجَعَلَنِي مُبٰرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصٰنِي بِالصَّلٰوةِ

কিতা-বা ওয়া জ্বা'আলানী নাবিয়্যাওঁ ৩১ । ওয়া জ্বা'আলানী মুবা-রাকান্ আইনা মা- কুন্তু ওয়া আওস্বা-নী বিস্ব্ স্বালা-তি
তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন,' (৩১) 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, এবং নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত

وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣٢﴾ وَبَرًّا بِوٰلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ○

ওয়াযযাকা-তি মা- দুমতু হাইয়্যা- ৩২ । ওয়া বাররাম্ বিওয়া-লিদাতী ওয়া লাম্ ইয়াজ্'আলনী জ্বাব্বা-রান্ শাকিয়্যা- ।
থাকি ততদিন যেন আমি নামায ও যাকাত আদায় করি।' (৩২) আর আমার মায়ের অনুগত থাকি এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি,

﴿٣٣﴾ وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٤﴾ ذٰلِكَ

৩৩ । ওয়াস্সালা-মু 'আলাইয়্যা ইয়াওমা উলিত্তু ওয়া ইয়াওমা আমূতু ওয়া ইয়াওমা উব্'আছু হাইয়্যা- । ৩৪ । যা-লিকা
(৩৩) 'আমার প্রতি শান্তি ছিল যেদিন আমি জন্মিছি ও শান্তি থাকবে আমার মৃত্যুকালে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব।' (৩৪) এ হলো

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٥﴾ مَا كَانَ لِلّٰهِ أَنْ يَتَّخِذَ

'ঈসাবনু মারইয়াম, ক্বাওলাল্ হাক্বক্বিল লাযী ফীহি ইয়ামতারূন । ৩৫ । মা- কা-না লিল্লা-হি আঁই ইয়াত্তাখিযা
মরিয়ম-তনয় ঈসা। এ সত্য বিষয়, যে বিষয়ে লোকেরা বিতর্ক করে। (৩৫) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্র কাজ নয়,

مِنْ وَلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهُ ۚ إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّ اللّٰهَ

মিওঁ ওয়ালাদিন সুবহ্বা-নাহ; ইযা- ক্বাদ্বা~আম্রান্ ফাইন্নামা- ইয়াকূলু লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্ । ৩৬ । ওয়া ইন্নাল্লা-হা
তিনি পবিত্র, মহিমাময়। তিনি যখন কোন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও', তখন তা হয়ে যায়। (৩৬) আল্লাহ্ই আমার

رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هٰذَا صِرٰطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٧﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ

রাব্বী ওয়া রাব্বুকুম্ ফা'বুদূহ; হা-যা- স্বিরা-তুম্ মুস্তাক্বীম । ৩৭ । ফাখ্তালাফাল্ আহ্যা-বু মিম্ বাইনিহিম;
রব ও তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, এটিই সরল পথ। (৩৭) অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٨﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা কাফারূ মিম্মাশ্হাদি ইয়াওমিন 'আযীম । ৩৮ । আস্মি' বিহিম ওয়া আবস্বির ইয়াওমা ইয়া'তূনানা-
সুতরাং কাফেরদের দুর্ভোগ হোক মহাদিবস আগমনকালে। (৩৮) তারা যেদিন আমার নিকট আসবে, সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে

لٰكِنِ الظّٰلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلٰلٍ مُبِينٍ ﴿٣٩﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ

লা-কিনিয্ যালিমূনাল ইয়াওমা ফী দ্বালা-লিমমুবীন । ৩৯ । ওয়া আন্যিরহুম্ ইয়াওমাল্ হাস্রাতি ইয্ কুদ্বিয়াল আমর ।
ও দেখবে। কিন্তু জালিমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (৩৯) তাদেরকে আপনি পরিতাপের দিনের ব্যাপারে সতর্ক করে দিন, যখন সকল ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٠﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

ওয়াহুম ফী গাফ্লাতিওঁ ওয়া হুম্ লা-ইউ'মিনূন। ৪০। ইন্না- নাহ্নু নারিছুল্ আর্দ্বা ওয়া মান 'আলাইহা-
যাবে। অথচ তারা অসচেতন এবং তারা ঈমান আনছে না। (৪০) পৃথিবী এবং এর উপর যা আছে সবকিছুর চূড়ান্ত মালিক হব আমি,

وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤١﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤٢﴾

ওয়া ইলাইনা- ইউরজ্বা'উন। ৪১। ওয়াযকুর্ ফিল্ কিতা-বি ইব্রা-হীম; ইন্নাহূ কা-না স্বিদ্দীক্বান্ নাবিয়্যা-।
এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪১) আপনি বর্ণনা করুন, এই কিতাবে উল্লিখিত ইব্রাহীমের কথা; তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও একজন নবী।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٣﴾

৪২। ইয্ ক্বা-লা লিআবীহি ইয়া- আবাতি লিমা তা'বুদু মা- লা- ইয়াস্মা'উ ওয়ালা- ইউব্সিরু ওয়ালা- ইউগ্নী 'আন্কা শাইআ-।
(৪২) স্মরণীয় সে সময়, যখন ইব্রাহীম তার পিতাকে বললেন, 'হে আমার পিতা! যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না তুমি তার উপাসনা কর কেন?

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৩। ইয়া~আবাতি ইন্নী ক্বাদ্ জ্বা— আনী মিনাল্ 'ইলমি মা- লাম্ ইয়া'তিকা ফাত্তাবি'নী~আহ্দিকা স্বিরাত্বান্ সাওয়িয়্যা-।
(৪৩) 'হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, তাই তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।'

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي

৪৪। ইয়া- আবা-তি লা আ'বুদিশ্ শাইত্বা-না; ইন্নাশ্ শাইত্বা-না কা-না লির্রাহ্মা-নি আ'সীয়্যা-। ৪৫। ইয়া- আবাতি ইন্নী~
(৪৪) ' হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।'(৪৫) 'হে আমার পিতা! আমি আশংক

أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ

আখা-ফু আইঁ ইয়ামাস্সাকা 'আযা-বুম্ মিনার্ রাহ্মা-নি ফাতাকূনা লিশ্শাইত্বা-নি ওয়ালিয়্যা-। ৪৬। ক্বা-লা আরা-গিবুন্
করি, তোমাকে দয়াময়ের আযাব পাকড়াও করবে এবং তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।' (৪৬) পিতা বলল, হে ইবরাহীম! 'তুমি

أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

আন্তা 'আন্ আ-লিহাতী ইয়া~ইব্রা-হীম, লাইললাম তান্তাহি লাআরজুমান্নাকা ওয়াহ্জুরনী মালিয়্যা-।
কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ হচ্ছ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে অবশ্যই হত্যা করব। তুমি চিরকালের জন্য আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।'

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ

৪৭। ক্বালা সালামুন 'আলাইক, সাআস্তাগ্ফিরু লাকা রাব্বী; ইন্নাহূ কা-না বী হ্বাফিয়্যা-। ৪৮। ওয়া আ'তাযিলুকুম
(৪৭) তিনি বললেন, 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার প্রভূর কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব, তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।' (৪৮) আমি তোমাদেরকে

وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

ওয়া মা- তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়া আদ্'উ রাব্বী, 'আসা~আল্লা~আকূনা বিদু'আ-ই রাব্বী শাক্বিয়্যা-।
এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর তাদেরকে পরিত্যাগ করছি; আমি আমার রবেরই ইবাদত করব। আশা করি আমার রবের ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না।'

৩ (৪০) ৬ রুকূ

﴿٤٩﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لا وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط

৪৯। ফালাম্মা' তাযালাহুম্ ওয়া মা- ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়াহাব্না- লাহূ~ইসহ্বা-ক্বা ওয়া ইয়া'কূব;

(৪৯) অতঃপর তিনি তাদের ও আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের উপাসনা করত তাদের থেকে যখন পৃথক হয়ে গেলেন তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান

وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٥٠﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ع

ওয়া কুল্লান্ জ্বা'আল্না- নাবিয়্যা-। ৫০। ওয়া ওয়াহাব্না- লাহুম্ মির্রাহ্মাতিনা- ওয়া জ্বা'আল্না- লাহুম্ লিসা-না স্বিদ্ক্বিন 'আলিয়্যা-।

করলাম এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। (৫০) আর তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করলাম এবং তাদের নাম কল্যাণময় ও সুমহান করলাম।

﴿٥١﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى ز اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٢﴾ وَنَادَيْنٰهُ

৫১। ওয়াযকুর্ ফিল্ কিতাবি মূসা~ইন্নাহূ কা-না মুখ্লাস্বাওঁ ওয়া কা-না রাসূলান্নাবিয়্যা-। ৫২। ওয়ানা-দাইনা-হু

(৫১) এই কিতাবে মুসার কথা আলোচনা করুন। তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রাসূল ও নবী। (৫২) তাকে আমি তূর

مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ

মিন্ জ্বা-নিবিত্ব ত্বূরিল্ আইমানি ওয়া ক্বার্রাব্না-হু নাজ্বিয়্যা-। ৫৩। ওয়া ওয়াহাব্না- লাহূ মির্ রাহ্মাতিনা- আখা-হু হা-রূনা

পর্বতের ডান দিক থেকে ডাকলাম এবং গোপনতত্ত্ব বর্ণনার জন্য তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবীরূপে তাকে

نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا

নাবিয়্যা-। ৫৪। ওয়াযকুর্ ফিল্ কিতা-বি ইস্মা-'ঈলা ইন্নাহূ কা-না স্বা-দিক্বাল্ ওয়া'দি ওয়া কা-না রাসূলান

দান করলাম। (৫৪) এ কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে বড় সত্যবাদী এবং তিনি ছিলেন রাসূল

نَّبِيًّا ﴿٥٥﴾ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٦﴾ وَاذْكُرْ

নাবিয়্যা-। ৫৫। ওয়া কা-না ইয়া'মুরু আহলাহূ বিস্স্বালা-তি ওয়ায্ যাকা-তি ওয়া কা-না 'ইন্দা রাব্বিহী মারদ্বিয়্যা-। ৫৬। ওয়াযকুর্

ও নবী; (৫৫) তিনি তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার পালনকর্তার সন্তোষভাজন। (৫৬) এ কিতাবে

فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٧﴾ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٨﴾ اُولٰٓئِكَ

ফিল্ কিতা-বি ইদ্রীস; ইন্নাহূ কা-না স্বিদ্দীক্বান নাবিয়্যা- ৫৭। ওয়া রাফা'না-হু মাকা-নান্ 'আলিয়্যা-। ৫৮। উলা—ইকাল্

উল্লিখিত ইদ্রীসের কথা বর্ণনা করুন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও একজন নবী; (৫৭) আমি তাকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম। (৫৮) নবীদের মধ্যে যাদেরকে

الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

লাযীনা আন্ 'আমাল্লা-হু 'আলাইহিম্ মিনান্ নাবিয়্যীনা মিন্ যুর্রিয়্যাতি আ-দামা ওয়া মিম্মান হ্বামাল্না- মা'আ

আল্লাহ্ অনুগৃত করেছিলেন, তারা আদমেরই বংশধর এবং যাদেরকে তিনি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলেন তাদের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ وهبنا له اسحق ويعقوب - যখন ইবরাহীম (আ) তাওহীদের স্বার্থে পিতাকে ত্যাগ করে স্বীয় ভূমি ছেড়ে চলে গেলেন, তখন আল্লাহ তাঁকে ইসহাক (আ) ও ইয়াকুব (আ)-কে দান করলেন। যাতে তাদের স্নেহ মমতা, পিতার বিচ্ছিন্নতার বেদনা দূর করে দেয়। ইয়াকুব (আ) ছিলেন ইসহাক (আ)-এর ছেলে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাতী। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫০) ঃ رحمتنا - নবুওয়াত ব্যতীত আরও রহমত তাঁকে দান করেছেন। যথা- ধনসম্পদ, অধিক সন্তানাদি, যার মাধ্যমে বহু কাল পর্যন্ত নবুওয়াতের পরম্পরা চালু ছিল। এ জন্যই ইবরাহীম (আ)-কে আবুল আম্বিয়া (নবীদের পিতা) বলা হয়। لسان صدق (অর্থ সুখ্যাতি, সুন্দর আলোচনা), মানুষের মুখে যার প্রশংসা থাকে সে প্রকৃতই তার যোগ্য। সুতরাং ধর্ম ও কিতাবের অনুসারীগণ, এমনকি মুশরিকরাও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এবং তাঁর বংশধরদের স্মরণ বা কথা, অতি সুন্দর ভাষায় এবং সম্মানের সাথে করেন। (কুঃ কাঃ)

نُوحٍ ز وَمِن ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيمَ وَاِسْرَاءِيلَ ز وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط

নূহিঁও ওয়া মিন্ যুর্‌রিয়্যাতি ইব্‌রা-হীমা ওয়া ইস্‌রা-ঈলা ওয়া মিম্মান হাদাইনা- ওয়াজ্‌তাবাইনা-;

বংশধর, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে তিনি হেদায়াত দিয়েছিলেন ও মনোনীত করেছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।

সিজদাহ

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ

ইযা- তুত্‌লা- 'আলাইহিম আ-ইয়া-তুর্ রাহ্‌মা-নি খার্‌রূ সুজ্জাদাওঁ ওয়া বুকিয়্যা-। ৫৯। ফাখালাফা মিম্ বা'দিহিম

তাদের কাছে করুনাময়ের আয়াত আবৃত্ত হলে কাঁদতে কাঁদতে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন। (৫৯) তাদের পরে এল অপদার্থ

خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ

খালফুন্ আদ্বা-উস্বস্বালা-তা ওয়াত্তাবা'উশ্ শাহাওয়া-তি ফাসাওফা ইয়াল্‌ক্বাওনা গাইয়্যা-। ৬০। ইল্লা- মান তা-বা

উত্তরসূরীরা, তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হল। তাই তারা অচিরেই মন্দ পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে। (৬০) কিন্তু তারা

وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنّٰتِ

ওয়া আ-মানা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহান ফাউলা—ইকা ইয়াদ্‌খুলূনাল্ জান্নাতা ওয়া লা- ইউয্বলামূনা শাইয়্যা-। ৬১। জান্না-তি

ব্যাতীত, যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি সামান্য জুলুমও করা হবে না। (৬১) তারা

عَدْنِ ِۨ الَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ○

'আদ্‌নি নিল্লাতী ওয়া'আদার্ রাহ্‌মা-নু 'ইবাদাহূ বিল্ গাইব্; ইন্নাহূ কা-না ওয়া'দুহূ মা'তিয়্যা-।

চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যই সমাগত হবে।

﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ط وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ

৬২। লা- ইয়াস্‌মা'উনা ফীহা- লাগ্‌ওয়ান ইল্লা- সালা-মা-; ওয়ালাহুম্ রিয্‌কুহুম ফীহা- বুক্‌রাতাওঁ ওয়া 'আশিয়্যা-। ৬৩। তিল্‌কাল্

(৬২) সেখানে তারা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। (৬৩) এটা

الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ج

জান্নাতুললাতী নূরিছু মিন্ 'ইবা-দিনা- মান্ কা-না তাক্বিয়্যা-। ৬৪। ওয়া মা-নাতানায্‌যালু ইল্লা- বিআমরি রাব্বিক,

সেই জান্নাত, আমার বান্দাদের মধ্যে যার অধিকারী করব মুত্তাকীদেরকে। (৬৪) জিব্রাঈল বললেন, 'আমি আপনার রবের আদেশ ব্যতীত নাযিল হই না; যা

لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ

লাহূ মা- বাইনা আইদীনা- ওয়া মা- খাল্‌ফানা- ওয়া মা- বাইনা যা-লিক' ওয়া মা- কা-না রাব্বুকা নাসিয়্যা-। ৬৫। রাব্বুস্

আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এই দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, তার সবই তার এবং আপনার রব কখনো বিস্মৃত হওয়ার নন।' (৬৫) তিনি আকাশ,

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬২) ঃ سلما - ফেরেশতাগণও তাদেরকে সালাম করতে থাকবেন এবং জান্নাতবাসীগণও পরস্পর পরস্পরে অধিক পরিমাণে সালাম দিবেন। بكرة وعشيا - (সকাল-সন্ধ্যা) এখানে সকাল-সন্ধ্যা দ্বারা জান্নাতের সকাল-সন্ধ্যা বুঝানো হয়েছে। সেখানে পৃথিবীর ন্যায় সূর্য উদয়-অস্ত হবে না, যার দ্বারা রাত-দিন নির্ধারণ করা যায়। বরং বিশেষ ধরনের আলো থাকবে, যার দ্বারা সকাল-সন্ধ্যা নির্ধারণ করা হবে। সে অনুযায়ী সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতের খাদ্য পৌছবে। (তাঃ উসমানী) ○ শানে নুযূল (আঃ ৬৪) ঃ وما نتنزل - রাসূলুল্লাহ (সা) একবার জিবরাঈল (আ)-এর সাথে বেশি বেশি ও বার বার দেখা পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সে প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আল কুরআনুল কারীম)

৪ ১৫ ৭ রুকূ

السموت والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ٥

সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়া মা- বাইনাহুমা- ফা'বুদ্হু ওয়াস্ত্বাবির লি'ইবা-দাতিহ্; হাল্ তা'লামু লাহূ সামিয়্যা- ।
পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুরই পালনকর্তা। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর এবং তার ইবাদতে দৃঢ়পদ হও। তুমি কি তার সমগুণসম্পন্ন কারও ব্যাপারে জান?

٦٦ ويقول الانسان ءاذا ما مت لسوف اخرج حيا ٦٧ اولا يذكر الانسان

৬৫। ওয়া ইয়াক্বূলুল্ ইনসা-নু আইযা- মা- মিত্তু লাসাওফা উখ্‌রাজু হ্বাইয়্যা- । ৬৭। আওয়ালা- ইয়ায্‌কুরুল্ ইন্‌সা-নু
(৬৬) লোকে বলে,- 'যখন আমার মৃত্যু হবে, তখন কি আমাকে জীবিত অবস্থায় বের করা হবে?' (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে,

انا خلقنه من قبل ولم يك شيئا ٦٨ فوربك لنحشرنهم والشيطين ثم

আন্না- খালাক্বনা-হু মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া লাম্ ইয়াকু শাইআ- ।৬৮। ফাওয়া রাব্বিকা লানাহ্‌শুরান্নাহুম ওয়াশ্ শায়া-ত্বীনা ছুম্মা-
আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি- যখন সে কিছুই ছিল না? (৬৮) তাই আপনার রবের শপথ! তাদেরকে এবং তাদের শয়তানদেরকে সমবেত করবই।

لنحضرنهم حول جهنم جثيا ٦٩ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على

লানুহ্‌দ্বিরান্নাহুম হ্বাওলা জ্বাহান্নামা জ্বিছিয়্যা-।৬৯। ছুম্মা- লানান্‌যি'আন্না মিন কুল্লি শী'আতিন আইয়্যুহুম আশাদ্দু 'আলার্
অতঃপর নতজানু অবস্থায় তাদেরকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি অধিক অবাধ্য আমি

الرحمن عتيا ٧٠ ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا ٧١ وان منكم

রাহ্‌মা-নি 'ইতিয়্যা- । ৭০। ছুম্মা লানাহ্‌নু আ'লামু বিল্লাযীনা হুম আওলা- বিহা- স্বিলিয়্যা- । ৭১। ওয়া ইম্‌মিন্‌কুম
তাকে অবশ্যই টেনে বের করব। (৭০) তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তো তাদের বিষয়ে ভাল করেই জানি। (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ

الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ٧٢ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر

ইল্লা- ওয়া-রিদুহা-, কা-না 'আলা- রাব্বিকা হ্বাত্‌মাম্‌মাক্বদ্বিয়্যা- । ৭২। ছুম্মা- নুনাজ্জ্বীললাযীনাত্ তাক্বাওঁ ওয়া 'নাযা-রুয্
নেই যে, তার (দোজখের) উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করবে না। এ আপনার রবের সিদ্ধান্ত। (৭২) অতঃপর আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে

الظلمين فيها جثيا ٧٣ واذا تتلى عليهم ايتنا بينت قال الذين كفروا للذين

য্বা-লিমীনা ফীহা- জ্বিছিয়্যা- । ৭৩। ওয়া ইযা- তুত্‌লা- 'আলাইহিম আ-ইয়া-তুনা- বাইয়্যিনা-তিন ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ লিল্লাযিনা
সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। (৭৩) তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত পাঠ করা হয়, তখন কাফেররা মুমিনদেরকে বলে,

امنوا اى الفريقين خير مقاما واحسن نديا ٧٤ وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم

আ-মানূ~ আইয়্যুল ফারীক্বাইনি খাইরুম্‌মাক্বা-মাওঁ ওয়া আহ্‌সানু নাদিয়্যা- । ৭৪। ওয়া কাম্ আহ্‌লাক্‌না- ক্বাব্‌লাহুম্ মিন্ ক্বারনিন হুম
'দু দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং কোন মজলিসটি উত্তম ?'(৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি- যারা

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৭১) ঃ واردها - হাদীস শরীফে এর ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, জাহান্নামের উপর পুল বানানো হবে, যার উপর থেকে সকল মুমিন ও কাফিরদের অতিক্রম করতে হবে। মুমিনগণ তাঁর আমলের কারণে দ্রুত তা অতিক্রম করে চলে যাবে। কেউ বিজলীর ন্যায়, কেউ বায়ুর বেগে, কেউ পাখির ন্যায়, কেউ সুন্দর ঘোড়া এবং অন্যান্য সওয়ারীর ন্যায় অতিক্রম করবে। কেউ জখমসহ অতিক্রম করবে। কিন্তু কাফির সে পুল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হবে এবং জাহান্নামে পতিত হবে। (কুঃ কারীম)

أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا ﴿٧٥﴾ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا

আহ্সানু আছা-ছাওঁ ওয়ারি'ইয়া- । ৭৫ । কুল্ মান্ কা-না ফিদ্দ্বালা-লাতি ফাল্ ইয়াম্দুদ্ লাহুর্ রাহ্মা-নু মাদ্দা-,
তাদের চেয়ে সম্পদে ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, 'যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে অনেক অবকাশ দেন,

حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ

হাত্তা~ইযা- রাআও মা- ইউ'আদূনা ইম্মাল্ 'আযা-বা ওয়া ইম্মাস্সা-'আহ; ফাসাইয়া'লামূনা মান হুওয়া
যতক্ষণ না তারা সেটি দেখবে- যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক বা কিয়ামতই হোক। এরপর তারা জানতে

شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٦﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَٰقِيَٰتُ

শার্রুম মাকা-নাওঁ ওয়া আদ্ব'আফু জুন্দা- । ৭৬ । ওয়া ইয়াযীদুল্লা-হুল লাযীনাহ্ তাদাওঁ হুদা-; ওয়াল্ বা-ক্বিয়াতুস্ব
পারবে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং দলবলে দুর্বল। (৭৬) আর যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের হেদায়াতপ্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করে দেন। আর সৎকর্ম আপনার

الصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٧﴾ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا

স্বালিহাতু খাইরুন্ 'ইন্দা রাব্বিকা ছাওয়া-বাওঁ ওয়া খাইরুম্ মারাদ্দা- । ৭৭ । আফারাআইতাল্ লাযী কাফারা বিআ-ইয়া-তিনা-
রবের কাছে পুরস্কারপ্রাপ্তির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।'(৭৭) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখান করে বলে,

وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٨﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

ওয়া ক্বা-লা লাউতায়ান্না মা-লাওঁ ওয়া ওয়ালাদা- । ৭৮ । আত্ত্বালা'আল গাইবা আমিত্তাখাযা 'ইন্দার্ রাহ্মা-নি 'আহ্দা- ।
'আমাকে সম্পদ ও সন্তান সন্ততি অবশ্যই দেয়া হবে। (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয়ে অবহিত হয়ে গেছে কিংবা দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?

﴿٧٩﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٨٠﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ

৭৯ । কাল্লা; সানাক্তুবু মা-ইয়াকূলু ওয়া নামুদ্দু লাহূ মিনাল্ 'আযা-বি মাদ্দাওঁ ৮০ । ওয়া নারিছুহূ মা-ইয়াকূলু
(৭৯) কখনও নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখছি এবং তার আযাব দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (৮০) সে যা বলে তা আমার অধিকারে থাকবে এবং সে

وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨١﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨٢﴾ كَلَّا

ওয়াইয়া'তীনা- ফার্দা- । ৮১ । ওয়াত্তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি আ-লিহাতাল লিইয়াকূনূ লাহুম 'ইয্যা- । ৮২ । কাল্লা;
আমার কাছে একাকী আসবে। (৮১) তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য মর্যাদার কারণ হয়। (৮২) কখনও নয়,

سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَٰطِينَ

সাইয়াকফুরূনা বি'ইবা-দাতিহিম ওয়া ইয়াকূনূনা 'আলাইহিম দ্বিদ্দা- । ৮৩ । আলাম্ তারা আন্না~আরসাল্নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা
তারা তাদের কৃত উপাসনা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। (৮৩) আপনি কি দেখেন না, আমি কাফেরদের কাছে তাদেরকে মন্দ কাজে উৎসাহিত

عَلَى الْكَٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٤﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٥﴾ يَوْمَ

'আলাল কা-ফিরীনা তাউয্যুহুম আয্যা- । ৮৪ । ফালা- তা'জ্বাল্ 'আলাইহিম; ইন্নামা- নাউদ্দুলাহুম 'আদ্দা- । ৮৫ । ইয়াওমা
করার জন্য শয়তান পাঠিয়েছি। (৮৪) সুতরাং তাদের বিষয়ে তাড়া হুড়া করবেন না। আমি তাদের কথা নিশ্চয় গুনে রাখছি। (৮৫) সেদিন দয়াময়ের নিকট

نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ○

নাহ্শুরুল্ মুত্তাক্বীনা ইলার রাহ্মা-নি ওয়াফ্দাওঁ ৮৬। ওয়া নাসূকুল্ মুজ্রিমীনা ইলা- জ্বাহান্নামা ওয়ির্দা-।
মুত্তাকীদেরকে মেহমান হিসেবে সমবেত করব, (৮৬) আর অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।

﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ

৮৭। লা- ইয়াম্লিকূনাশ্ শাফা-'আতা ইল্লা- মানিত্তাখাযা 'ইন্দার্ রাহ্মা-নি 'আহ্দা-। ৮৮। ওয়া ক্বা-লূত তযাখাযার
(৮৭) যে দয়াময় থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। (৮৮) আর তারা বলে, 'আল্লাহ্

الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ

রাহ্মা-নু ওয়ালাদা-। ৮৯। লাক্বাদ্ জ্বি'তুম্ শাইআন ইদ্দা-। ৯০। তাকাদুস্ সামা-ওয়া-তু ইয়াতা ফাত্ত্বারনা মিন্হু ওয়া তান্শাক্কুল্
সন্তান গ্রহণ করেছেন।' (৮৯) তোমরা তো মূলতঃ সাংঘাতিক এক উক্তি নিয়ে এসেছ। (৯০) এ কারণেই হয়তো আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী টুকরো টুকরো

الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْۢبَغِيْ

আরদ্বু ওয়া তাখির্রুল্ জ্বিবা-লু হাদ্দা-। ৯১। আন দা'আও লির্রাহ্মা-নি ওয়ালাদা-। ৯২। ওয়া মা- ইয়াম্বাগী
হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, (৯১) তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ

لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِى

লির্রাহ্মা-নি আইঁ ইয়াত্তাখিযা ওয়ালাদা-। ৯৩। ইন্কুল্লু মান ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ইল্লা- আ-তির্
করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়! (৯৩) আকাশমন্ডলে ও ভূমন্ডলে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে গোলাম হয়ে

الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

রাহ্মা-নি 'আবদা-। ৯৪। লাক্বাদ্ আহ্স্বা-হুম 'আদ্দা-। ৯৫। ওয়া কুল্লুহুম আ-তীহি ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি
উপস্থিত হবে না। (৯৪) তিনি তাদের সকলকে ঘিরে রেখেছেন এবং সকলকে গণনা করেছেন, (৯৫) কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায়

فَرْدًا ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ○

ফারদা-। ৯৬। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আ-মিলুস্স্বা-লিহা-তি সাইয়াজ্'আলু লাহুমুর্রাহ্মা-নু উদ্দা-।
আসবে। (৯৬) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, দয়াময় তাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।

﴿٩٦﴾ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ

৯৭। ফাইন্নামা- ইয়াস্সার্না-হু বিলিসা-নিকা লিতুবাশ্শিরা বিহিল্ মুত্তাক্বীনা ওয়া তুন্যিরা বিহী ক্বাওমাল্ লুদ্দা-। ৯৮। ওয়া কাম্
(৯৭) আমি তো আপনার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি তা দ্বারা মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পারেন এবং ঝগড়াটে লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন। (৯৮) তাদের

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৯৬) ঃ لهم الرحمن ودا - অর্থাৎ তাঁদেরকে তাঁর ভালবাসা দিবেন। অথবা, নিজে তাঁদেরকে ভালবাসবেন। অথবা সৃষ্টির প্রত্যেকের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, যখন আল্লাহতায়ালা কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তা হযরত জিবরাঈলকে (আ) জানিয়ে দেন যে, আমি অমুককে ভালবাসি, তুমিও ভালবাস। তিনি আকাশে তা প্রচার করে দেন, আকাশ থেকে প্রেরিত তাঁর ভালবাসা পৃথিবীতে পৌছে যায়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য হন, তারা নিঃস্বার্থভাবে তাঁকে ভালবাসতে থাকেন। (তাঃ উসমানী)

اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ○ ﴿٩٨﴾

আহ্লাক্না- ক্বাব্লাহুম মিন্ ক্বারন; হাল তুহিস্সু মিন্হুম্ মিন আহ্বাদিন্ আও তাস্মা'উ লাহুম রিক্যা-।
পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠিকে ধ্বংস করেছি! আপনি কি তাদের মধ্যে কারও সাড়াশব্দ শুনতে পান কিংবা কারও ক্ষীণতম শব্দ শুনতে পান?

সূরা ত্বোহা মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত : ১৩৫ রুকূ : ৮

١ طٰهٰ ٢ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ٣ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى

১। ত্বা-হা- ২। মা- আন্‌যালনা- 'আলাইকাল্ কুরআ-না লিতাশ্‌ক্বা ~ ৩। ইল্লা- তায্‌কিরাতাললিমাইঁ ইয়াখ্‌শা-।

(১) ত্বা-হা, (২) আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি। (৩) বরং যারা ভয় করে তাদের উপদেশ দেয়ার জন্য।

٤ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ٥ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ

৪। তান্‌যীলাম মিম্মান্ খালাক্বাল্ আরদ্বা ওয়াস্ সামা-ওয়া-তিল্ 'উলা-। ৫। আর্‌রাহ্‌মা-নু 'আলাল্ 'আরশিস্

(৪) যিনি সুউচ্চ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন- এটা তার কাছ থেকে নাযিলকৃত। (৫) পরম দয়াময় আরশে সমাসীন

اسْتَوٰى ٦ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

তাওয়া-। ৬। লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা- ফিল্ আরদ্বি ওয়া মা- বাইনাহুমা- ওয়া মা- তাহ্‌তাছ্‌ছারা-।

হয়েছেন। (৬) আকাশমন্ডলিতে, পৃথিবীতে, এর মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে তা তাঁরই।

٧ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ٨ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط

৭। ওয়া ইন্ তাজ্‌হার্ বিল্ ক্বাওলি ফাইন্নাহূ ইয়া'লামুস্ সির্‌রা ওয়া আখ্‌ফা-। ৮। আল্লা-হু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া;

(৭) আপনি উচ্চকণ্ঠে যাই বলুন না কেন যা অপ্রকাশ্য এবং যা আরও অধিক গোপনীয় তা তিনি জানেন। (৮) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই,

لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ٩ وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ١٠ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ

লাহুল্ আস্‌মা— উল্ হুস্‌না-। ৯। ওয়া হাল্ আতা-কা হ্বাদীছু মূসা-। ১০। ইয্ রাআ না-রান ফাক্বা-লা লিআহলিহিম্

সমস্ত উত্তম নাম তারই, (৯) মূসার বৃত্তান্ত আপনার নিকট কি পৌছেছে? (১০) তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন তার পরিবারবর্গকে বললেন, 'তোমরা এখানে

امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

কুছূ~ইন্নী- আ-নাস্‌তু না-রাল লা'আল্লী~আ-তিকুম্মিন্‌হা- বিক্বাবাসিন্ আও আজিদু 'আলান্‌না-রি হুদা-।

অবস্থান কর, আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি। হয়তো তোমাদের জন্য তা থেকে আগুনের অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব বা তার কাছে পৌছে পথের সন্ধান পেয়ে যাব।

৭ ওয়াক্বফে লাযেম

✪ ঘটনা (আঃ ১০) : اِذْ رَاٰ نَارًا - যখন মূসা (আ) মাদইয়ান থেকে নিজ স্ত্রীসহ নিজ মায়ের কাছে যেতেছিলেন, তখন অন্ধকার রাত ছিল এবং রাস্তাও ভুলে গিয়েছিলেন। কোন তফসীরকারের বর্ণনা মতে, স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় অতি নিকটবর্তী ছিল এবং গরমের প্রয়োজন ছিল, অথবা ঠান্ডার কারণে গরমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এর মধ্যে দূর থেকে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত হতে দেখলেন। স্ত্রীকে বললেন (কারো মতে, সাথে সেবিকা ও সন্তানও ছিল এজন্য শব্দটি বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে) তুমি এখানে অপেক্ষা কর। সম্ভবতঃ আমি ওখান থেকে আগুনের একটি অংগার নিয়ে আসতে পারব। অথবা তা না হলেও সেখান থেকে রাস্তার তথ্য নিয়ে আসতে পারব। (কুঃ কারীম)

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰٓى ﴿١١﴾ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ

১১। ফালাম্মা- আতা-হা- নূদিয়া ইয়া- মূসা-। ১২। ইন্নী~আনা রাব্বুকা ফাখ্‌লা' না'লাইক, ইন্নাকা বিল্ ওয়া-দিল্
(১১) তিনি আগুনের কাছে আসলে আওয়াজ হল, 'হে মূসা! (১২) নিশ্চয় আমি আপনার রব, তাই আপনার জুতো খুলে ফেলুন। কারণ আপনি পবিত্র

الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰٓى ﴿١٣﴾ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ

মুক্বাদ্দাসি ত্বুওয়া-। ১৩। ওয়া আনাখ্‌তার্‌তুকা ফাস্তামি' লিমা- ইঊহা-। ১৪। ইন্নানী~আনাল্লা-হু লা~ইলা-হা
'তোয়া' উপত্যকায় রয়েছেন।' (১৩) 'আপনাকে আমি মনোনীত করেছি। তাই যা ওহী করছি তা শুনুন।'(১৪) 'আমিই আল্লাহ্। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٤﴾ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا

ইল্লা~আনা ফা'বুদ্‌নী ওয়া আক্বিমিস্‌স্বালা-তা লিযিক্‌রী। ১৫। ইন্নাস্ সা-'আতা আ-তিয়াতুন্ আকা-দু উখ্‌ফীহা-
তাই আমার ইবাদত করুন এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায পড়ুন।' (১৫) 'কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি তা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ

লিতুজ্‌যা- কুল্লু নাফ্‌সিম বিমা- তাস্‌'আ। ১৬। ফালা- ইয়াস্বুদ্দান্নাকা 'আনহা- মাল্‌লা- ইউ'মিনু বিহা- ওয়াত তাবা'আ
নিজ কর্মের প্রতিফল পেতে পারে।' (১৬) তাই তাতে যে বিশ্বাস করে না ও স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন আপনাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে, তবে

هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا

হাওয়া-হু ফাতারদা-। ১৭। ওয়ামা- তিল্‌কা বিইয়ামীনিকা ইয়া- মূসা-। ১৮। ক্বা-লা হিয়া 'আস্বা-ইয়া, আতাওয়াক্কাউ 'আলাইহা-
আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।' (১৭) 'হে মূসা! আপনার ডান হাতে এটি কি?' (১৮) তিনি বললেন, 'এটি আমার লাঠি, আমি এতে ভর দেই

وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾

ওয়া আহুশ্‌শু বিহা- 'আলা- গানামী ওয়া লিয়া ফীহা- মাআ-রিবু উখরা-। ১৯। ক্বা-লা আল্‌ক্বিহা- ইয়া-মূসা-।
এবং আমার মেষপালের জন্য পাতা পেড়ে থাকি এবং এ আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।' (১৯) আল্লাহ্ বললেন, 'হে মূসা! এটা নিক্ষেপ করুন।

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيْدُهَا

২০। ফাআল্‌ক্বা-হা- ফাইযা- হিয়া হ্বাইয়্যাতুন্ তাস্‌'আ- ২১। ক্বা-লা খুয্‌হা- ওয়ালা- তাখ্‌ফ্, সানু'ঈদুহা-
(২০) তিনি সেটি নিক্ষেপ করলেন, তখন তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল, (২১) তিনি বললেন, 'একে আপনি ধরুন, ভয় পাবেন না, আমি

سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً

সীরাতাহাল্ উলা-। ২২। ওয়াদ্বমুম ইয়াদাকা ইলা- জ্বানা-হিকা তাখ্‌রুজ্ব বাইদ্বা—আ মিন্ গাইরি সূ—ইন্ আ-ইয়াতান
একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।' (২২) আর আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন, নির্মল উজ্জ্বল আলো হয়ে তা আরেকটি নিদর্শন হয়ে বেরিয়ে

ع ১ ২৪ ১০ রুকূ

اُخْرٰى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾

উখ্‌রা-। ২৩। লিনুরিয়াকা মিন্ আ-ইয়া-তিনাল কুব্‌রা-। ২৪। ইয্‌হাব্ ইলা- ফির্‌আওনা ইন্নাহূ ত্বাগা-।
আসবে। (২৩) এগুলো এজন্য যে, আমার বড় বড় নিদর্শনগুলির কিছু যাতে আপনাকে দেখাতে পারি। (২৪) আপনি ফেরাউনের কাছে যান, সে সীমালংঘন করেছে।

﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٦﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٧﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ

২৫। ক্বা-লা রাব্বিশ রাহ্লী স্বাদরী। ২৬। ওয়া ইয়াস্সির লী~আমরী। ২৭। ওয়াহ্লুল্ 'উক্বদাতাম মিল্

(২৫) মূসা বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন।' (২৬) 'আমার কাজ সহজ করে দিন।' (২৭) 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে

لِسَانِي ﴿٢٨﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٩﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿٣٠﴾ هَارُونَ أَخِي ۝

লিসা-নী। ২৮। ইয়াফ্ক্বাহূ ক্বাওলী। ২৯। ওয়াজ্'আল্লী ওয়াযীরাম্মিন্ আহ্লী। ৩০। হা-রূনা আখিশ

দিন।' (২৮) 'যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' (২৯) 'আমার পরিবারবর্গ থেকে একজন সাহায্যকারী আমাকে প্রদান করুন- (৩০) আমার ভাই হারুণকে।

﴿٣١﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣٢﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٣﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ وَنَذْكُرَكَ

৩১। দুদ্ বিহী~আযরী। ৩২। ওয়া আশ্রিক্হু ফী~আমরী। ৩৩। কাই নুসাব্বিহাকা কাছীরাওঁ ৩৪। ওয়ানায্কুরাকা

(৩১) তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন।' (৩২) তাকে আমার কাজে শরীক করে দিন।' (৩৩) 'যাতে অধিক পরিমাণে আপনার মহিমা ঘোষণা করতে পারি' (৩৪) এবং আপনাকে

كَثِيرًا ﴿٣٥﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٦﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ

কাছীরা-। ৩৫। ইন্নাকা কুন্তা বিনা- বাস্বীরা-। ৩৬। ক্বা-লা ক্বাদ্ উতীতা সু'লাকা ইয়া- মূসা-। ৩৭। ওয়া লাক্বাদ্

অধিক স্বরণ করতে পারি।'(৩৫) আপনি তো আমাদের সব কিছুই দেখছেন।' (৩৬) তিনি বললেন, 'হে মূসা! আপনি যা চেয়েছেন তা আপনাকে দেয়া হল।' (৩৭) আপনার

مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٩﴾ أَنِ اقْذِفِيهِ

মানান্না- 'আলাইকা মার্‌রাতান উখ্‌রা~। ৩৮। ইয্ আওহাইনা~ইলা- উম্মিকা মা- ইউহা~ ।৩৯। আনিক্বযি ফীহি

প্রতি আর একবার আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। (৩৮) তখন আপনার মাতাকে যা নির্দেশ করার ছিল তা করেছিলাম, (৩৯) এ মর্মে যে,

فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي

ফিত্তা-বৃতি ফাক্বযি ফীহি ফিল্ ইয়াম্মি ফাল্ইউল্ক্বিহিল্ ইয়াম্মু বিসসা-হিলি ইয়া'খুয্হু 'আদুওউল্লী

তুমি মূসাকে সিন্দুকে রাখ, তারপর তা সাগরে ভাসিয়ে দাও, অতঃপর সাগর তাকে তীরে ঠেলে নিয়ে যাবে, তাকে আমার এবং তার শত্রু উঠিয়ে নিবে। আমি আপনার

وَعَدُوٌّ لَهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٤٠﴾ إِذْ تَمْشِي

ওয়া 'আদুওউল্লাহ; ওয়া আলক্বাইতু 'আলাইকা মাহাব্বাতামমিন্নী; ওয়া 'তুস্বনা'আ 'আলা- 'আইনী। ৪০। ইয্তাম্শী-

প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করে দিয়েছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে আপনি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে পারেন। (৪০) যখন আপনার

أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ

উখ্‌তুকা ফাতাকুলু হাল আদুল্লুকুম 'আলা- মাইঁ ইয়াক্ ফুলুহ; ফারাজা'না-কা ইলা~উম্মিকা কাই তাক্বার্‌রা

বোন এসে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে তার সন্ধান দেব যে তাকে লালন -পালন করতে পারবে?' অতঃপর আপনাকে আপনার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু

৭ ওয়াক্‌ফে লাযেম

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৯) ঃ عليك محبة - অর্থাৎ ফিরআউনের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়া অথবা সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়া।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ على قدر - অর্থাৎ এমন সময় তুমি এসেছ, যখন আমি তোমার নবুওয়াত ও আমার সাথে আলোচনার জন্য ফয়সালা করে রেখেছিলাম। অথবা قدر দ্বারা বয়স বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বয়সের এমন সময়ে এসেছ যে সময়টি নবুওয়াত প্রাপ্তির জন্য উপযোগী। অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সের সময়। (কুঃ কারীম)

عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۚ

'আইনুহা- ওয়ালা- তাহ্‌যান্; ওয়া ক্বাতাল্‌তা নাফ্‌সান্ ফানাজ্জাইনা-কা মিনাল্ গাম্মি ওয়া ফাতান্না-কা ফুতুনা- ।

জুড়ায়, সে দুঃখ না পায়। আর আপনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর আমি আপনাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেই এবং আপনাকে বহু পরীক্ষয় ফেলেছিলাম।

فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى (৪১) وَاصْطَنَعْتُكَ

ফালাবিছ্‌তা সিনীনা ফী~আহলি্ মাদ্‌ইয়ানা ছুম্মা- জি্‌'তা 'আলা- ক্বাদারিইঁ ইয়া-মূসা- । ৪১ । ওয়াস্‌ত্বানা'তুকা

পরে আপনি কয়েক বছর মাদয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। 'হে মূসা! অতঃপর এক নির্ধারিত সময়ে আপনি এখানে এসেছেন। (৪১) আপনাকে আমার

لِنَفْسِيْ (৪২) اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ (৪৩) اِذْهَبَآ اِلٰى

লিনাফ্‌সী । ৪২ । ইয্‌হাব্ আন্‌তা ওয়া আখুকা বিআ-ইয়া-তী ওয়ালা- তানিয়া- ফী যিক্‌রী । ৪৩ । ইযহাবা~ইলা-

জন্য মনোনীত করেছি। (৪২) আপনি এবং আপনার ভাই আমার নিদর্শনসহ যান এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করবেন না। (৪৩) আপনারা উভয়ে ফেরাউনের

فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى (৪৪) فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى (৪৫) قَالَا رَبَّنَآ

ফির'আওনা ইন্নাহূ ত্বাগা- । ৪৪ । ফাকূলা- লাহূ ক্বাওলান লাইয়িনাল্ লা'আল্লাহূ ইয়াতাযাক্কারু আও ইয়াখ্‌শা- । ৪৫ । ক্বা-লা- রাব্বানা~

কাছে যান, সে অবাধ্য হয়ে গেছে। (৪৪) তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবেন। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে। (৪৫) তারা বললেন, 'হে আমাদের প্রভু!

اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى (৪৬) قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ

ইন্নানা- নাখা-ফু আইঁ ইয়াফরুত্বা 'আলাইনা~আও আইঁ ইয়াত্বগা- । ৪৬ । ক্বা-লা লা তাখা-ফা~ইন্নানী মা'আকুমা-

আমরা আশঙ্কা করছি সে আমাদের প্রতি জোর জবরদস্তি করবে অথবা সীমালংঘন করবে। (৪৬) তিনি বললেন, আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সঙ্গেই

اَسْمَعُ وَاَرٰى (৪৭) فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ

তাস্‌মা'উ ওয়া আরা- । ৪৭ । ফা'তিয়া-হু ফাকূলা~ইন্না রাসূলা- রাব্বিকা ফাআর্‌সিল মা'আনা- বানী~ইস্‌রা—ঈলা

আছি এবং আমি শুনছি ও দেখছি।' (৪৭) তাই আপনারা তার কাছে যান এবং বলুন, 'আমরা তোমার রবের প্রেরিত রাসূল, তাই আমাদের সাথে বনী ইস্রাঈলদেরকে

وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۗ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ۗ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ○

ওয়ালা- তু'আযযিব্‌হুম; ক্বাদ্ জি্‌'না-কা বিআ-ইয়াতিম মির্‌রাবিক; ওয়াস্ সালা-মু 'আলা- মানিত্তাবা'আল্ হুদা- ।

যেতে দাও এবং তাদেরকে শাস্তি দিয়ো না। আমরা নিশ্চয় তোমার রবের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি এবং সৎপথের অনুসারীদের জন্য এনেছি শান্তি।'

(৪৮) اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى (৪৯) قَالَ فَمَنْ

৪৮ । ইন্না- ক্বাদ্ উহিয়া ইলাইনা- আন্নাল্ 'আযা-বা 'আলা- মান্ কায্‌যাবা ওয়া তাওয়াল্লা- । ৪৯ । ক্বা-লা ফামার

(৪৮) 'আমাদের প্রতি এমর্মে ওহী হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার জন্য রয়েছে শাস্তি। (৪৯) ফেরাউন বলল 'হে মূসা।

رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى (৫০) قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى (৫১) قَالَ فَمَا

রাব্বুকুমা- ইয়া- মূসা- । ৫০ । ক্বা-লা রাব্বুনাল লাযী~আ'ত্বা-কুল্লা শাইয়িন খাল্‌ক্বাহূ ছুম্মা হাদা- । ৫১ । ক্বা-লা ফামা-

কে তোমাদের রব' (৫০) মূসা বললেন, আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুর যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর সুপথ দেখিয়েছেন।' (৫১) ফেরাউন বলল,

بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ۝٥٢ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ

বা-লুল্ কুরূনিল্ উলা-। ৫২। ক্বা-লা 'ইলমুহা- 'ইনদা রাব্বী ফী কিতা-ব; লা-ইয়াদ্বিল্লু রাব্বী
'তবে পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা কি ছিল?' (৫২) তিনি বললেন, 'এর খবর আমার রবের কাছে এক কিতাবে সংরক্ষিত আছে, আমার প্রভু ভুল করেন না

وَلَا يَنْسَى ۝٥٣ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا

ওয়ালা- ইয়ানসাল ৫৩। লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আরদ্বা মাহ্‌দাওঁ ওয়া সালাকা লাকুম ফীহা- সুবুলাওঁ
এবং বিস্মিত হন না। (৫৩) 'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন।

وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ۝٥٤ كُلُوْا

ওয়া আন্‌যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আ; ফাআখ্‌রাজ্বনা- বিহী~আয্‌ওয়াজ্বাম মিন্‌নাবা-তিন্ শাত্তা-। ৫৪। কুলূ
আর তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন এবং তা দিয়ে নানা ধরণের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন।' (৫৪) তোমরা

وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ۝٥٥ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ ع ২ ১১ রুকূ

ওয়ার্'আও আন্'আমাকুম; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল লিউলিন্নুহা-। ৫৫। মিন্‌হা- খালাক্বনা-কুম্
নিজেরা তা আহার কর ও তোমাদের পশু চরাও; নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৫৫) এ মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۝٥٦ وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ

ওয়া ফীহা- নু'ঈদুকুম ওয়া মিন্‌হা- নুখ্‌রিজুকুম তা-রাতান্ উখ্‌রা-। ৫৬। ওয়ালাক্বাদ্ আরাইনা-হু আ-ইয়া-তিনা- কুল্লাহা- ফাকায্‌যাবা
তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবং আবার তা থেকেই পুনরায় বের করব। (৫৬) আমি ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছি। অতঃপর সে মিথ্যাপ্রতিপন্ন

وَاَبٰى ۝٥٧ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ۝٥٨ فَلَنَأْتِيَنَّكَ

ওয়া আবা-। ৫৭। ক্বা-লা আজ্বি'তানা- লিতুখরিজ্বানা- মিন্ আরদ্বিনা- বিসিহ্‌রিকা ইয়া-মূসা-। ৫৮। ফালানা'তিয়ান্নাকা
করেছে এবং অমান্য করেছে। (৫৭) সে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি জাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য এসেছ?' (৫৮) 'আমরাও তোমার

بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ

বিসিহ্‌রিম্‌মিছ্‌লিহী ফাজ্ব'আল্ বাইনানা- ওয়া বাইনাকা মাও'ঈদাল্লা- নুখ্‌লিফুহূ নাহ্‌নু ওয়ালা~আন্‌তা
কাছে অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব, তাই আমাদের মধ্যে ও তোমার মধ্যে একটি প্রতিশ্রুতির দিন এবং সমতল ভূমি ঠিক কর। যার খেলাপ আমরাও করব না,

مَكَانًا سُوًى ۝٥٩ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝

মাকা-নান্ সুওয়া। ৫৯। ক্বা-লা মাও'ই দুকুম ইয়াওমুয যীনাতি ওয়া আইঁ ইউহ্‌শারান না-সু দ্বুহা।
তুমিও করবে না। (৫৯) মূসা বললেন, 'তোমাদের প্রতিশ্রুত দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নেই সেদিন জনগণ সমবেত হবে।'

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৮) ঃ مكانا سوى - অর্থ সমান, সমতল স্থান। যেখানে সকলে সকলকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারে। অথবা এমন সমতল স্থান যেখানে উভয় দল সহজভাবেই পৌছতে পারে। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৯) ঃ يوم الزينة - (আনন্দমেলার দিন)-এর দ্বারা বছরের পয়লা তারিখ, নববর্ষ অথবা কোন বাৎসরিক মেলা অথবা আনন্দমেলা বা কোন উৎসবের দিনকে বুঝানো হয়েছে।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ

৬০। ফাতাওয়াল্লা- ফির'আওনু ফাজ্বামা'আ কাইদাহূ ছুম্মা আতা। ৬১। ক্বা-লা লাহুম্মূসা- ওয়াইলাকুম

(৬০) এরপর ফেরাউন উঠে গেল এবং তার জাদু- করদেরকে সমবেত করে তারা সেখানে আসল। (৬১) মূসা তাদেরকে বললেন, 'দুর্ভোগ তোমাদের।

لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾

লা- তাফ্তারূ 'আলাল্লা-হি কাযিবান ফাইউস্হিতাকুম বি'আযা-ব; ওয়াক্বাদ খা-বা মানিফ্তারা-।

আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করো না, করলে তিনি তোমাদেরকে তার আযাব দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে পরিণামে ব্যর্থ হয়।'

فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ

৬২। ফাতানা-যা'উ ~আমরাহুম বাইনাহুম ওয়া আসাররুন নাজ্ওয়া-। ৬৩। ক্বা-লূ ~ইন্ হা-যা-নি লাসা-হ্বিরা-নি

(৬২) অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক শুরু করে দিল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল, ' এ দু'জন নিশ্চিত জাদুকর,

يُّرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾

ইউরীদা-নি আই ইউখ্রিজা-কুম্ মিন্ আরদ্বিকুম বিসিহ্রিহিমা- ওয়া ইয়াযহাবা- বিত্বারীক্বাতিকুমুল্ মুছলা-।

তারা তাদের জাদু দ্বারা তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে দিতে চায় এবং তোমাদের উত্তম জীবনব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে চায়।'

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾ قَالُوْا

৬৪। ফাআজ্মি'উ কাইদাকুম ছুম্মা'তূ স্বাফ্ফা-; ওয়াক্বাদ্ আফ্লাহ্বাল ইওয়ামা মানিস্তা'লা। ৬৫। ক্বা-লূ

(৬৪) তাই তোমাদের কলাকৌশল সমবেত কর, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে এস। আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফলকাম হবে।' (৬৫) তারা বলল,

يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ

ইয়া-মূসা~ইম্মা~আন তুল্ক্বিয়া ওয়া ইম্মা~আন্নাকূনা- আওওয়ালা মান্ আল্ক্বা-। ৬৬। ক্বা-লা বাল্ আল্কূ;

'হে মূসা,– তুমি নিক্ষেপ করবে, না প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করব।' (৬৬) মূসা বললেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।'

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ

ফাইযা- হ্বিবা-লুহুম ওয়া 'ইস্বিয়্যুহুম ইয়ুখাইয়্যালু ইলাইহি মিন্ সিহ্রিহিম আন্নাহা- তাস্'আ-। ৬৭। ফাআওজ্বাসা

তাদের নজর বন্দীর প্রভাবে হঠাৎ তার মনে হল, তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। (৬৭) অতঃপর মূসা তার

فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَاَلْقِ مَا فِيْ

ফী নাফ্সিহী খীফাতাম্মূসা-। ৬৮। কুল্না- লা- তাখাফ্ ইন্নাকা আন্তাল্ আ'লা-। ৬৯। ওয়া আল্কি মা- ফী

মনে খানিকটা ভীতি অনুভব করলেন। (৬৮) আমি বললাম, 'ভয় করবেন না, আপনিই বিজয়ী হবেন।' (৬৯) 'আপনার ডান হাতে

يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾

ইয়ামীনিকা তাল্ক্বাফ্ মা-স্বানা'উ, ইন্নামা- স্বানা'উ কাইদু সা-হ্বির; ওয়ালা- ইউফ্লিহুস্সা-হ্বিরু হ্বাইছু আতা-।

যা আছে তা নিক্ষেপ করুন, তারা যা করেছে এটা তা গিলে ফেলবে। নিশ্চয় তারা যা করেছে তা জাদুকরের কৌশল মাত্র। জাদুকর যেখানেই যাক, সফল হবে না।'

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَ آمَنتُمْ

৭০। ফাউল্‌ক্বিয়াস্ সাহ্‌হারাতু সুজ্জাদান ক্বা-লূ~আ-মান্না- বিরাব্‌বি হা-রূনা ওয়া মূসা-। ৭১। ক্বা-লা আ-মান্‌তুম

(৭০) অতঃপর জাদুকরেরা সিজদাবনত হয়ে বলল, আমরা 'হারুন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম। (৭১) ফেরাউন বলল, আমি

لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَأُقَطِّعَنَّ

লাহূ ক্বাব্‌লা আন্ আ-যানা লাকুম; ইন্নাহূ লাকাবীরুকুমুল্‌লাযী 'আল্লামাকুমুস্ সিহ্‌র; ফালা উক্বাত্ত্বি'আন্না

তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই মূসার প্রতি ঈমান আনলে? মনে হচ্ছে, সেই তোমাদের প্রধান, সেই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে।

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ۖ

আইদিয়াকুম ওয়া আরজুলাকুম্‌মিন খিলাফিওঁ ওয়া লাউস্বাল্লিবান্নাকুম ফী জুযূইন্ নাখ্‌লি

তাই তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে আমি অবশ্যই কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের ডালে শূলিবিদ্ধ করব।

وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ

ওয়ালা তা'লামুন্না আইয়্যুনা~আশাদ্দু 'আযা-বাওঁ ওয়া আবক্বা-। ৭২। ক্বা-লূ লান্‌নু' ছিরাকা 'আলা- মা-জ্বা—আনা- মিনাল

তবেই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোর ও অধিক স্থায়ী।' (৭২) জাদুকরেরা বলল, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি

الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ

বাইয়্যিনা-তি ওয়াল্লাযী ফাত্বারানা- ফাক্বদ্বি মা- আন্‌তা ক্বা-দ্ব; ইন্নামা- তাক্বদ্বী হা-যিহিল্ হ্বায়া-তাদ

আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর আমরা তোমাকে কখনও প্রাধান্য দেব না, তাই যা ফয়সালা করার করে ফেল। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনেই ফয়সালা

الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ

দুন্‌ইয়া-। ৭৩। ইন্না~আ-মান্না- বিরাব্‌বিনা- লিইয়াগ্‌ফিরা লানা- খাত্বা-ইয়া-না- ওয়া মা~আকরাহতানা- 'আলাইহি মিনাস্ সিহ্‌র;

করতে পারবে। (৭৩) 'আমরা আমাদের রবকে বিশ্বাস করেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ তা ক্ষমা করে দেন।

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ

ওয়াল্লা-হু খাইরুওঁ ওয়া আবক্বা-। ৭৪। ইন্নাহূ মাইঁ ইয়া'তি রাব্বাহূ মুজ্‌রিমান ফাইন্না লাহূ জ্বাহান্নাম; লা- ইয়ামূতু

আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।' (৭৪) যে তার রবের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য নিশ্চয় জাহান্নাম রয়েছে। সেখানে সে না

فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ

ফীহা-ওয়ালা- ইয়াহ্‌ইয়া-। ৭৫। ওয়া মাইঁ ইয়া'তিহী মু'মিনান ক্বাদ্ 'আমিলাস্‌স্বা-লিহা-তি ফাউলা— ইকা লাহুমুদ

মরতে পারবে, না বাঁচতে পারবে (৭৫) যারা তাঁর কাছে ঈমানদার হয়ে ও সৎকাজ করে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য রয়েছে

الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ

দারাজ্বা-তুল্ 'উলা-। ৭৬। জ্বান্না-তু 'আদনিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-;

সুউচ্চ মর্যাদা, (৭৬) চিরস্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই

৩ ৭২ ১২ রুকূ

وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۝٧٧ وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ

ওয়া যা-লিকা জ্বাযা— উ মান তাযাক্কা-। ৭৭। ওয়ালাক্বাদ্ আওহাইনা~ইলা- মূসা~আন্ আসরি বি'ইবা-দী
জন্য যারা পরিশুদ্ধি লাভ করেছে। (৭৭) আমি এমর্মে আদেশ দিলাম মূসাকে যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা চলে যান এবং তাদের জন্য সমুদ্রের

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝٧٨ فَاَتْبَعَهُمْ

ফাদ্বরিব্ লাহুম ত্বারীক্বান ফিল্ বাহ্‌রি ইয়াবাসাল্‌লা-তাখা-ফু দারাকাওঁ ওয়ালা- তাখ্‌শা-। ৭৮। ফাআত্ বা'আহুম
মধ্যে (লাঠি দ্বারা) এক শুষ্ক পথ নির্মাণ করুন। পিছন থেকে এসে আপনাদেরকে কেউ ধরবে এ আশংকা করবেন না এবং ভয়ও করবেন না। (৭৮) অতঃপর

فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝٧٩ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ

ফির'আওনু বিজুনূদিহী ফাগাশিয়াহুমমিনাল্ ইয়াম্মি মা- গাশিয়াহুম। ৭৯। ওয়া আদ্বাল্লা ফির্'আওনু ক্বাওমাহূ
ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করে ফেলল। (৭৯) ফেরাউন তার কাওমকে পথভ্রষ্ট করেছিল,

وَمَا هَدٰى ۝٨٠ يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ

ওয়া মা- হাদা-। ৮০। ইয়া-বানী~ইস্‌রা—ঈলা ক্বাদ্ আন্‌জাইনা-কুম্ মিন 'আদুওয়িকুম ওয়া ওয়া-'আদ্‌না-কুম জ্বা-নিবাত্ব
সৎপথ দেখায়নি। (৮০) হে বনী ইস্রাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের থেকে উদ্ধার করেছি, এবং আমি তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে তাওরাত দানের

الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۝٨١ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

ত্বূরিল্ আইমানা ওয়া নায্‌যাল্‌না- 'আলাইকুমুল্ মান্না ওয়াস্‌সাল্‌ওয়া-। ৮১। কুলূ মিন্ ত্বাইয়্যিবা-তি মা- রাযাক্বনা-কুম
ওয়াদা করেছি এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না ও সালওয়া' প্রেরণ করেছি। (৮১) তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তোমরা

وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ۝

ওয়ালা- তাত্বগাও ফীহি ফাইয়াহিল্লা 'আলাইকুম গাদ্বাবী, ওয়া মাঁই ইয়াহ্‌লিল্ 'আলাইহি গাদ্বাবী ফাক্বাদ্ হাওয়া-।
ভক্ষণ কর। এতে সীমালংঘন করো না। করলে তোমাদের উপর আমার গজব আপতিত হবে, যার উপর আমার গজব আসবে সে তো অবশ্যই ধ্বংস হবে।'

۝٨٢ وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ۝٨٣ وَمَآ اَعْجَلَكَ

৮২। ওয়া ইন্নী লাগাফ্‌ফা-রুল লিমান্ তা-বা ওয়া আ-মানা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহান্ ছুম্মাহ্‌তাদা-। ৮৩। ওয়া মা- আ'জ্বালাকা
(৮২) 'আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল যে তওবা করেছে, ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, অতঃপর সৎপথেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' (৮৩) 'হে মূসা! আপনার কওমকে

عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ۝٨٤ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ

'আন ক্বাওমিকা ইয়া- মূসা-। ৮৪। ক্বা-লা হুম উলা—ই 'আলা- আছারী ওয়া 'আজ্বিলতু ইলাইকা রাব্বি
পেছনে ফেলে আপনি তাড়াহুড়া করলেন কেন?' (৮৪) তিনি বললেন, 'ঐ তো তারা আমার পেছনেই আসছে এবং হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি এসেছি আপনার

لِتَرْضٰى ۝٨٥ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ۝

লিতারদ্বা-। ৮৫। ক্বা-লা ফাইন্না- ক্বাদ্ ফাতান্না- ক্বাওমাকা মিম্ বা'দিকা ওয়া আদ্বাল্লাহুমুস্ সা-মিরিয়্য।
সন্তুষ্টির জন্য।' (৮৫) তিনি বললেন, আপনার আসার পর আপনার কওমকে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।'

(৮৬) فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا ۚ قال يقوم الم يعدكم ربكم

৮৬। ফারাজ্বা'আ মূসা~ইলা- ক্বাওমিহী গাদ্বা-না আসিফা-, ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি আলাম্ ইয়া'ইদ্‌কুম রাব্বুকুম

(৮৬) অতঃপর মূসা তার কওমের নিকট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গেলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার কওম! তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে এক উত্তম ওয়াদা

وعدا حسنا ۚ افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب

ওয়া'দান হ্বাসানা-; আফাত্বা-লা 'আলাইকুমুল্ 'আহদু আম আরাত্তুম আইঁ ইয়াহ্বিল্লা 'আলাইকুম গাদ্বাবুম

করেননি? তবে কি ওয়াদার সময়কাল তোমাদের কাছে সুদীর্ঘ মনে হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ, তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের রবের আযাব, যে কারণে

من ربكم فاخلفتم موعدى (৮৭) قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكنا

মির্ রাব্বিকুম ফাআখ্লাফতুম্মা-ও'ইদী। ৮৭। ক্বা-লূ মা~আখ্লাফ্না- মাঁও'ইদাকা বিমাল্‌কিনা- ওয়ালা- কিন্না-

আমার সাথে কৃত ওয়াদা তোমরা ভঙ্গ করেছ?' (৮৭) তারা বলল, আপনার সাথে কৃত ওয়াদা 'আমরা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। বরং আমাদের উপর কিবতী জাতির

حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفنها فكذلك القى السامرى (৮৮) فاخرج

হুম্মিল্‌না~আওযা-রাম্‌মিন্ যীনাতিল্ ক্বাওমি ফাক্বাযাফ্‌না-হা- ফাকাযা- লিকা আলক্বাস্ সা-মিরিয়্যু। ৮৮। ফাআখ্‌রাজ্বা

অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তা আমরা আগুনে নিক্ষেপ করেছি। এভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। (৮৮) এরপর সামেরী তাদের জন্য

لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى ۚ فنسى (৮৯) افلا

লাহুম 'ইজ্বলান্ জ্বাসাদাল্‌লাহূ খুওয়া-রুন ফাক্বা-লূ হা-যা~ইলাহুকুম ওয়া ইলা-হু মূসা- ফানাসিয়া।৮৯। আফালা-

এক গো-বৎস বানিয়ে বের করে- যা গরুর মত দেহ বিশিষ্ট ছিল ও হাম্বা হাম্বা করত। তারা বলল, 'এ তোমাদের ও মূসার উপাস্য। কিন্তু মূসা তা ভুলে গেছে।'(৮৯) তারা

يرون الا يرجع اليهم قولا ۙ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا (৯০) ولقد ৪ ع ১৩ রুকূ

ইয়ারাওনা আল্লা- ইয়ারজ্বি'উ ইলাইহিম ক্বাওলাওঁ ওয়ালা- ইয়ামলিকু লাহুম দ্বাররাওঁ ওয়ালা- নাফ্'আ-। ৯০। ওয়া লাক্বাদ্

কি লক্ষ করল না যে, তা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং ক্ষমতা রাখে না তাদের কোন ক্ষতি বা উপকারের ? (৯০) হারুন

قال لهم هرون من قبل يقوم انما فتنتم به ۚ وان ربكم الرحمن

ক্বা-লা লাহুম হা-রূনু মিন্ ক্বাবলু ইয়া- ক্বাওমি ইন্নামা- ফুতিন্‌তুম বিহ, ওয়াইন্না রাব্বাকুমুর রাহ্বমা-নু

তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন, 'হে আমার কওম! এর দ্বারা তো তোমরা গোমরাহীতে ফেঁসে গেছ। তোমাদের রব নিশ্চয় দয়াময়, তাই তোমরা আমার অনুসরণ

فاتبعونى واطيعوا امرى (৯১) قالوا لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع

ফাত্তাবি'উনী ওয়া আত্বী'উ~আমরী। ৯১। ক্বা-লূ লান্নাব্‌রাহ্বা 'আলাইহি আ-ক্বিফীনা হ্বাত্তা- ইয়ারজ্বি'আ

কর এবং আমার আদেশ মান্য কর।' (৯১) তারা বলল,আমরা এর পূজা থেকে বিরত হব না, মূসা (আ) আমাদের কাছে ফিরে

الينا موسى (৯২) قال يهرون ما منعك اذ رايتهم ضلوا (৯৩) الا تتبعن ۖ

ইলাইনা- মূসা-। ৯২। ক্বা-লা ইয়া- হা-রূনু মা- মানা'আকা ইয্ রাআইতাহুম দ্বাল্লূ~ ৯৩। আল্লা- তাত্তাবি'আন;

না আসা পর্যন্ত।' (৯২) মূসা বললেন, ' হে হারুন! তাদের পথভ্রষ্টতা দেখার পর কিসে আপনাকে বারণ করল- (৯৩) আমার অনুসরণ করা থেকে? তবে কি

أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٤﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي

আফা'আস্বাইতা আমরী। ৯৪। ক্বা-লা ইয়াব্নাউম্মা লা তা'খুয্ বিলিহ্ইয়াতী ওয়ালা- বিরা'সী; ইন্নী

আপনি আমার আদেশ অমান্য করেছেন?' (৯৪) হারুন বললেন, 'হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও চুল ধরে টানবেন না; আমি শংকিত ছিলাম যে, আপনি

خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾ قَالَ

খাশীতু আন তাক্বূলা ফার্‌রাক্বতা বাইনা বানী~ইস্‌রা—ঈলা ওয়ালাম তারক্বুব্ ক্বাওলী। ৯৫। ক্বা-লা

বলবেন, আপনি বনী-ইস্রাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি আমার নির্দেশের অপেক্ষা করেননি।' (৯৫) মূসা বললেন,

فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ

ফামা- খাত্বুবুকা ইয়া- সা-মিরিয়্য। ৯৬। ক্বা-লা বাস্বুর্‌তু বিমা- লাম ইয়াবস্বুরূ বিহী ফাক্বাবাদ্বতু ক্বাব্‌দাতাম্‌মিন্

'তোমার ব্যাপার কি হে সামেরী?' (৯৬) সে বলল, 'আমি যা দেখেছি তারা তা দেখেনি। অতঃপর আমি প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি ধূলো নিয়েছি

أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ

আছারির রাসূলি ফানাবাযতুহা- ওয়া কাযা-লিকা সাওওয়ালাত্ লী নাফ্‌সী। ৯৭। ক্বা-লা ফায্‌হাব্

এবং তা (গো বৎসের মধ্যে) নিক্ষেপ করেছি। আর আমার মন আমার জন্য এটাই শোভন করে দেখিয়েছে। (৯৭) মূসা বললেন, তুই

فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ ۖ

ফাইন্না লাকা ফিল্ হ্বাইয়া-তি আন্ তাক্বূলা লা- মিসা-স, ওয়া ইন্না লাকা মাও'ইদাল্‌লান তুখ্‌লাফাহ্,

'দূর হয়ে যা, ইহজীবনে তোর শাস্তি হলো, তুই শুধু বলবি, 'আমাকে কেউ স্পর্শ করো না' এবং তোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার বর খেলাপ হবে না।

وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ

ওয়ানযুর ইলা~ইলাহিকাল্‌লাযী যাল্‌তা 'আলাইহি আ-কিফা-; লানুহ্বার্‌রিক্বান্নাহূ ছুম্মা লানান্ সিফান্নাহূ

আর তুই তোর সেই উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তোরা পরিবেষ্টন করেছিলি, আমরা তাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছি, অতঃপর তাকে লন্ড-ভন্ড

فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

ফিল্ ইয়াম্মি নাস্‌ফা-। ৯৮। ইন্নামা~ইলা-হুকুমুল্লা-হুল্ লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়; ওয়াসি'আ কুল্লা শাইয়িন 'ইল্‌মা-।

করে সাগরে উড়িয়ে দেব।' (৯৮) তোমাদের প্রকৃত ইলাহ একমাত্র আল্লাহ্ই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সর্ববিষয়ে তার জ্ঞানপরিব্যপ্ত।

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۝

৯৯। কাযা-লিকা নাক্বুস্‌স্বু 'আলাইকা মিন আম্‌বা—ই মা- ক্বাদ্ সাবাক্ব ওয়া ক্বাদ আ-তাইনা-কা মিল্‌লাদুন্না- যিক্‌রা-।

(৯৯) পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি আপনার কাছে এভাবেই বিবৃত করি এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাকে দান করেছি এক নসীহতনামা।

مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَالِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ

১০০। মান আ'রাদ্বা 'আনহু ফাইন্নাহূ ইয়াহ্‌মিলু ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ওয়িয্‌রা-। ১০১। খা-লিদীনা ফীহ্; ওয়া সা—আ'

(১০০) এ থেকে যে বিমুখ হবে, সে কিয়ামতের দিনে পাপ-ভার বহন করবে। (১০১) তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং কিয়ামতের

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ

লাহুম ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মা-তি হিম্লাই ১০২। ইয়াওমা ইউন্ফাখু ফিস্স্বূরি ওয়া নাহ্শুরুল্ মুজ্রিমীনা ইয়াওমাইযিন

দিন এই বোঝা তাদের জন্য কতইনা মন্দ হবে! (১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে, সেদিন অপরাধীদেরকে নীলচক্ষু বিশিষ্ট করে সমবেত

زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

যুরক্বা। ১০৩। ইয়া তাখা-ফাতূনা বাইনাহুম ইল লাবিছ্তুম্ ইল্লা- 'আশ্‌রা-। ১০৪। নাহ্নু আ'লামু বিমা- ইয়াক্বূলূনা

করব। (১০৩) তারা চুপিচুপি বলাবলি করবে ' তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।' (১০৪) তারা কি বলবে আমি তা ভাল করেই জানি। তাদের

اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ وَيَسْــَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ ৫ ع ১৫ ১৪ রুকূ

ইয্ ইয়াক্বূলু আমছালুহুম ত্বারীক্বাতান ইল্লাবিছতুম ইল্লা- ইয়াওমা-। ১০৫। ওয়া ইয়াস্আলূনাকা 'আনিল্ জ্বিবা-লি

মধ্যে যে তাদের চেয়ে কিছুটা সৎপথে ছিল- সে বলবে ' তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।'(১০৫) তারা আপনাকে পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।

فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا

ফাকুল্ ইয়ান্সিফুহা- রাব্বী নাসফা-। ১০৬। ফাইয়াযারুহা- ক্বা- 'আন স্বাফ্স্বাফা- ১০৭। লা- তারা ফীহা- 'ইওয়াজ্বাও ওয়ালা-

বলুন, 'আমার রব তা বিক্ষিপ্ত করে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেবেন।' (১০৬) অতঃপর যমীনকে সমতল-মসৃণ ভূমি করে ছাড়বেন। (১০৭) যাতে তুমি বক্রতা এবং

اَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ

আম্তা-। ১০৮। ইয়াওমাইযিঁই ইয়াত্তাবি'উনাদ দ্বা-'ইয়া লা- 'ইওয়াজ্বা লাহু, ওয়া খাশা'আতিল আস্বওয়া-তু লির্রাহ্মা-নি

উঁচু-নীচু দেখবে না। (১০৮) সেদিন তারা এক আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এক্ষেত্রে তারা এদিক-ওদিক করতে পারবে না। করুণাময়ের সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে।

فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ

ফালা- তাস্মা'উ ইল্লা- হাম্সা-। ১০৯। ইয়াওমাইযিল লা-তান্ফা'উশ্ শাফা- 'আতু ইল্লা- মান আযিনা লাহুর রাহ্মা-নু ওয়া রাদ্বিয়া

মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি তখন কিছুই শুনবে না। (১০৯) দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন কোন কাজে

لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ۝

লাহূ ক্বাওলা-। ১১০। ইয়া'লামু মা- বাইনা- আইদীহিম্ ওয়া মা- খাল্ফাহুম ওয়ালা- ইউহীতূনা বিহী 'ইল্মা-।

আসবে না। (১১০) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

﴿١١٠﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ

১১১। ওয়া 'আনাতিল উজূহু লিল্হাইয়িল্ ক্বাইয়্যুম; ওয়া ক্বাদ্ খা-বা মান হামালা জুল্মা-। ১১২। ওয়া মাই ইয়া'মাল্ মিনাস্

(১১১) চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক যিনি, তার সামনে সেদিন সব মুখ মণ্ডল অবনমিত হয়ে যাবে এবং সেই ব্যর্থ হবে যে জুলুমের ভার বহন করবে। (১১২) আর যে

الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا

স্বা-লিহা-তি ওয়া হুওয়া মু'মিনুন ফালা- ইয়াখা-ফু জুল্মাও ওয়ালা- হাদ্বমা-। ১১৩। ওয়া কাযা-লিকা আন্যাল্না-হু কুর্আ-নান

ঈমানদার সৎকাজ করে সে কোন অবিচার ও ক্ষতির আশংকা করবে না। (১১৩) এভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল

عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○

'আরাবিয়্যাওঁ ওয়া স্বাররাফ্না- ফীহি মিনাল্ ওয়া'ঈদি লা'আল্লাহুম ইয়াত্তাকূনা আও ইউহ্দিছু লাহুম যিকরা-।

করেছি এবং তাতে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি। যাতে তারা মুত্তাকী হয় এবং তাদের জন্য কোন উপলব্ধি সৃষ্টি করে দেয়।

۝ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى

১১৪। ফাতা'আলাল্লা-হুল্ মালিকুল হাক্কু, ওয়ালা-তা'জ্বাল্ বিল্ কুরআ-নি মিন্ ক্বাব্লি আইঁ ইউক্বদ্বা~

(১১৪) আল্লাহ্ তাআলাই অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। আপনার প্রতি তার ওহী পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পাঠে আপনি তাড়াহুড়া

اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ

ইলাইকা ওয়াহ্য়ুহূ ওয়া কুর্ রাব্বি যিদ্নী 'ইলমা-। ১১৫। ওয়ালাক্বাদ 'আহিদ্না~ইলা~আ-দামা মিন্ ক্বাব্লু

করবেন না এবং বলুন, 'হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।' (১১৫) আমি অবশ্যই ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম।

ع ১১ ৬ ১৫ রুকূ

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ۝ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا

ফানাসিয়া ওয়ালাম্ নাজ্বিদ্ লাহূ 'আয্মা-। ১১৬। ওয়া ইয্ কুল্না- লিল মালা—ইকাতিসজুদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদু~

কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, আমি তাকে সঙ্কল্পে দৃঢ় পাইনি। (১১৬) স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ۝ فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا

ইল্লা ইব্লীস; আবা-। ১১৭। ফাকুল্না- ইয়া~আদামু ইন্না হা-যা- 'আদুওওললাকা ওয়া লিযাওজ্বিকা ফালা- ইয়ুখ্রিজ্বান্নাকুমা-

সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল। (১১৭) আমি বললাম, হে আদম এ আপনার ও আপনার স্ত্রীর শত্রু। তাই সে যেন জান্নাত থেকে আপনাদেরকে বের করে

مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۝ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۝ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا

মিনাল্ জ্বান্নাতি ফাতাশ্ক্বা-। ১১৮। ইন্না লাকা আল্লা- তাজ্বূ'আ ফীহা-ওয়ালা- তা'রা-। ১১৯। ওয়া আন্নাকা লা-তায্মাউ

না দেয়। অন্যথায় আপনি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। (১১৮) 'আপনার জন্য এটিই রইল যে, আপনি জান্নাতে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ হবেন না; (১১৯) এবং সেখানে পিপাসার্ত

فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۝ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ

ফীহা- ওয়ালা- তাদ্বহা-। ১২০। ফাওয়াস্ওয়াসা ইলাইহিশ্ শাইত্বা-নু ক্বা-লা ইয়া~আদামু হাল্ আদুল্লুকা 'আলা- শাজ্বারাতিল্

ও রৌদ্র ক্লিষ্টও হবেন না। (১২০) অতঃপর তাকে কুমন্ত্রণা দিল শয়তান। সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত কাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা ও

الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ۝ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ

খুল্দি ওয়া মুলকিল্লা- ইয়াব্লা-। ১২১। ফাআকালা- মিনহা- ফাবাদাত্ লাহুমা- সাওআ-তুহুমা- ওয়া ত্বাফিক্বা- ইয়াখ্স্বিফা-নি

অবিনশ্বর রাজত্বের কথা বলে দেব?' (১২১) অতঃপর তারা উভয়ে তার ফল খেলেন, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে গেল। এতে তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা

○ **শানে নুযূল (আঃ ১১৪)** ঃ রাসূল (স)-এর কাছে যখন জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে নাযিল হতেন, তখন তিনি যাতে কুরআনের কোন আয়াত বা শব্দ ভুলে না যান, তাই জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাথে তিনি কুরআন পড়তে শুরু করতেন। তাই আল্লাহ তাআলা প্রথমে সূরা "কিয়ামাহ" একটি আয়াত নাযিল করে তা নিষেধ করে দেন। এরপর আবার এই আয়াত নাযিল করে এমন তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করে দেন। (আবুসসাউদ) হযরত শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা)-কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, হযরত আদম (আ) এক ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই আপনি কুরআনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। (শায়খুল হিন্দ)

عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ

'আলাইহিমা- মিওঁ ওয়ারাক্বিল জ্বান্নাতি ওয়া 'আস্বা~আ-দামু রাব্বাহূ ফাগাওয়া-। ১২২। ছুম্মাজ্বতাবা-হু রাব্বুহূ ফাতা-বা 'আলাইহি

নিজেদেরকে ঢাকতে লাগলেন। আদম তার রবের হুকুম অমান্য করলেন, ফলে তিনি ভুলের মধ্যে পড়ে গেলেন। (১২২) অতঃপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন এবং তার প্রতি

وَهَدٰى ﴿١٢٣﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ

ওয়া হাদা-। ১২৩। ক্বা-লাহ্বিত্বা- মিন্হা- জ্বামী'আম্ বা'দুকুম্ লিবা'দ্বিন্ আদুওউন, ফাইম্মা- ইয়া'তিয়ান্নাকুম মিন্নী

মনোযোগী হলেন ও তাকে পথ দেখালেন। (১২৩) তিনি বললেন ' আপনারা পরস্পরের শত্রুরূপে সকলে জান্নাত থেকে নেমে যান। এরপর আমার পক্ষ থেকে আপনার কাছে

هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ

হুদান ফামানিত্তাবা'আ হুদা-ইয়া ফালা- ইয়াদ্বিল্লু ওয়ালা- ইয়াশ্ক্বা-। ১২৪। ওয়ামান আ'রাদ্বা 'আন্ যিক্রী

হেদায়েত আসলে যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে সে পথ ভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগা হবে না। (১২৪) 'আর যে আমার স্মরণে বিমুখ হবে, তার জীবনযাত্রা

فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٥﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ

ফাইন্না লাহূ মা'ঈশাতান্ দ্বান্কাওঁ ওয়া নাহ্শুরুহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি আ'মা-। ১২৫। ক্বা-লা রাব্বি লিমা হ্বাশার্তানী~

সংকুচিত হয়ে পড়বে এবং কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় তাকে উপস্থিত করব।' (১২৫) সে বলবে, 'হে আমার রব ! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন ?

اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٦﴾ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ

আ'মা- ওয়া ক্বাদ্ কুন্তু বাস্বীরা-। ১২৬। ক্বা-লা কাযা-লিকা আতাত্কা আ-ইয়া-তুনা- ফানাসীতাহা-; ওয়া কাযা-লিকাল্

আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম।' (১২৬) তিনি বলবেন 'তুমি এমনই ছিলে। আমার আয়াত তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। এভাবেই আজ তোমাকে

الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٧﴾ وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۭ

ইয়াওমা তুন্সা-। ১২৭। ওয়া কাযা-লিকা নাজ্বযী মান্ আসরাফা ওয়ালাম ইউ'মিন বিআ-ইয়া-তি রাব্বিহ্;

আমি ভুলে যাব।' (১২৭) 'এভাবেই তাকে আমি প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করেছে ও তার রবের নিদর্শনে ঈমান আনেনি।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٨﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ

ওয়া লা'আযা-বুল আ-খিরাতি আশাদ্দু ওয়া আব্ক্বা-। ১২৮। আফালাম্ ইয়াহ্দি লাহুম কাম আহ্লাক্না- ক্বাবলাহুম্মিনাল্

আর পরকালের আযাব খুবই কঠিন ও অধিক স্থায়ী হবে।' (১২৮) আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠীকে,

الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿١٢٩﴾

কুরূনি ইয়াম্শূনা ফী মাসা-কীনিহিম; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল লিউলিন্নুহা-।

যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে, তা কি তাদের সৎপথ দেখায় না? এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

৭ ع ১৩ ১৬ রুকূ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٣٠﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى

১২৯। ওয়া লাও লা- কালিমাতুন সাবাক্বাত্ মির্ রাব্বিকা লাকা-না লিযা-মাওঁ ওয়া আজ্বালুম মুসাম্মা-। ১৩০। ফাস্বির্ 'আলা-

(১২৯) আপনার রবের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে এবং একটি নির্ধারিত কাল না থাকলে আশু শাস্তি অবশ্যই এসে পড়ত। (১৩০) সুতরাং তারা

مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ

মা- ইয়াকূলূনা ওয়া সাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা ক্বাব্লা ত্বুলূ'ইশ্ শাম্সি ওয়া ক্বাব্লা গুরূবিহা,
যা বলে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন

وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣١﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ

ওয়া মিন্ আ-না---ইল লাইলি ফাসাব্বিহ্ ওয়া আত্বরা-ফান নাহা-রি লা'আল্লাকা তারদ্বা- । ১৩১ । ওয়ালা- তামুদ্দান্না
এবং রাত্রিকালে ও দিবাভাগেও তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন । সম্ভবতঃ আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন । (১৩১) আমি কাফেরদের

عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ

'আইনাইকা ইলা- মা- মাত্তা'না- বিহী~আয্ ওয়াজ্বাম্ মিন্হুম যাহ্রাতাল হ্বা-য়া-তিদদুন্ইয়া- লিনাফ্তিনাহুম
কতককে তাদের পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি আপনি কখনও দৃষ্টি দিবেন না।

فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣٢﴾ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ

ফীহ; ওয়া রিয্ক্বু রাব্বিকা খাইরুঁও ওয়া আব্ক্বা- । ১৩২ । ওয়া'মুর আহ্লাকা বিস্স্বা-লাতি ওয়াস্বত্বাবির 'আলাইহা-;
আপনার রবের প্রদত্ত রিযিকই উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আর আপনি আপনার পরিবারবর্গকে নামাযের নির্দেশ দিন এবং আপনিও এতে অবিচলিত থাকুন।

لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٣﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا

লা- নাস্আলুকা রিয্ক্বা-; নাহ্নু নারযুকুকা; ওয়াল্ আ-ক্বিবাতু লিত্তাকুওয়া- । ১৩৩ । ওয়া ক্বা-লূ লাওলা- ইয়া'তীনা-
আমি আপনার নিকট কোন রিযিক চাই না; আমিই আপনাকে রিযিক দিয়ে থাকি। আর মুত্তাকীদের জন্যই তো শুভ পরিনাম। (১৩৩) তারা বলে, 'সে তার

بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٤﴾ وَلَوْ اَنَّآ

বিআ-ইয়াতিম মির্ রাব্বিহ; আওয়ালাম তা'তিহিম বাইয়্যিনাতু মা- ফিস্ব্ স্বুহুফিল উলা- । ১৩৪ । ওয়া লাও আন্না~
রবের কোন নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন? তাদের কাছে কি সুস্পষ্ট কোন নিদর্শন আসেনি- যা রয়েছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে? (১৩৪) যদি আমি তাদেরকে ইতিপূর্বে

اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا

আহ্লাক্না-হুম বি'আযা-বিম মিন ক্বাব্লিহী লাক্বা-লূ রাব্বানা লাওলা~আরসাল্তা ইলাইনা- রাসূলান
আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিতাম তবে তারা বলত, 'হে আমাদের প্রভু ! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠাননি কেন?

فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٥﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ

ফানাত্তাবি'আ আ-ইয়া-তিকা মিন্ ক্বাব্লি আন্নাযিল্লা ওয়া নাখ্যা- । ১৩৫ । কুল্ কুল্লুম্মুতারাব্বিসুন্ ফাতারাব্বাস্বূ,
পাঠালে আমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ার পূর্বে আপনার হুকুমের অনুসরণ করতাম।' (১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে,

৮ ع ১৭ রুকূ

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ع ٥

ফাসাতা'লামূনা মান্ আস্বহ্বা-বুস্ স্বিরা-ত্বিস্ সাওয়্যি ওয়া মানিহ্তাদা- ।
তাই তোমরাও প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে, কারা সরল পথের অধিকারী এবং কারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে।